CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-266 ■ 27 June, 2026 ■ আগরতলা ২৭ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১২ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাম মন্দিরের অনুদান তচ্ছরুপ মামলায়

পদত্যাগ ট্রাস্টের দুই শীর্ষকর্তার বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ৮ অভিযুক্ত

লখনউ/অযোধ্যা, ২৬ জুন (আইএএনএস) ।। অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভক্তদের কোটি কোটি টাকার অনুদান তছরুপের অভিযোগে তদন্তে বড় মোড় এল। শুক্রবার শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং ট্রাস্ট সদস্য অনিল মিশ্র তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। মন্দিরের অনুদান ব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক এবং চলমান তদন্তের মধ্যেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত সামনে এসেছে।

এদিকে, ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হওয়া আট অভিযুক্তকে আদালত ২৯ জুন পর্যন্ত তিন দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। তদন্তকারীরা এখন ব্যাংকের বর্তমান ও প্রাক্তন কয়েকজন আধিকারিকের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, দীর্ঘদিন ধরে সংগঠিতভাবে মন্দিরের অনুদানের অর্থ আত্মসাতের একটি চক্র সক্রিয় ছিল।

সূত্রের খবর, বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-র প্রাথমিক রিপোর্টে মন্দিরের অনুদান ও নগদ অর্থ পরিচালনায় একাধিক গুরুতর অনিয়মের কথা উঠে আসার পর নৈতিক দায় স্বীকার করে চম্পত রাই ও অনিল মিশ্র পদত্যাগ করেন। তদন্তে জবাবদিহির ক্ষেত্রে এটিকে প্রথম বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই পদত্যাগের আগে মন্দিরের সেবাকর্মী, নগদ অর্থ গণনার সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী-সহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযোগ, তাঁরা যোগসাজশ করে ভক্তদের দেওয়া নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী আত্মসাৎ করতেন।

শুক্রবার অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ২৯ জুন পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারীরা শীঘ্রই তাঁদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানাতে পারেন বলে সূত্রের খবর। এর মাধ্যমে অর্থের লেনদেনের পথ, সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র এবং অন্য সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা হবে।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা হলেন রামশঙ্কর যাদব ওরফে টিন্নু, অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, লাভকুশ মিশ্র, মনীশ কুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রামাশঙ্কর মিশ্র এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী সুভাষ শ্রীবাস্তব। তদন্তকারীদের দাবি, প্রত্যেকেরই অনুদান তছরুপে নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল।

তদন্তে রামশঙ্কর যাদব ওরফে টিন্নুকে অন্যতম মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, তিনি একসময় চম্পত রাইয়ের গাড়িচালক ছিলেন এবং মন্দির প্রশাসনের অভ্যন্তরে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই তিনি অনুদান ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ।

যদিও এখনও পর্যন্ত পদত্যাগী ট্রাস্ট কর্তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মে সরাসরি জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি, তবে তাঁদের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী সুভাষ শ্রীবাস্তব, যিনি নগদ অর্থ গণনার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি কর্মীদের দায়িত্ব বণ্টন এবং অর্থ সরিয়ে নেওয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ

☛৫ এর পাতায় দেখুন

রামনগর ফ্ল্যাটে বিস্ফোরণে আহত যুবকের মৃত্যু

তদন্ত কমিটি গঠন, রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।। আগরতলার রামনগর এলাকার একটি বহুতল আবাসনে সংঘটিত ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক শুভ্রজিৎ চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দুপুরে রামনগরের একটি বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাটে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সময় ঘটনাস্থলে থাকা শুভ্রজিৎ চৌধুরীর গোটা শরীর মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়।আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দ্রুত জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

মৃত শুভ্রজিৎ চৌধুরীর বাড়ি আগরতলার কের চৌমুহনি এলাকায়। তিনি সিপ অ্যাবাকাস সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। কর্মস্থলেই তিনি

☛৫ এর পাতায় দেখুন

অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে

জঙ্গি নেটওয়ার্ক বিস্তারের চেষ্টার অভিযোগ ১১ জনের বিরুদ্ধে এনআইএ'র চার্জশিট

গুয়াহাটি, ২৬ জুন।। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর একটি শাখার মাধ্যমে অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি নেটওয়ার্ক বিস্তারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শুক্রবার গুয়াহাটির এনআইএ বিশেষ আদালতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩ এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ), ১৯৬৭-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়।

এনআইএ-র তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা ইমাম মাহমুদের কাফিলা (আইএমকে) নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জেএমবির শীর্ষ সদস্য ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠনটির কার্যকলাপ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই শাখা সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন।

এনআইএ-র অভিযোগ, আইএমকে-র মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে জেএমবির উগ্রপন্থী মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষ করে দুর্বল ও সহজে প্রভাবিত হতে পারে এমন যুবকদের উগ্রপন্থায় উদ্বুদ্ধ করা, সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তার এবং ভারতবিরোধী প্রচার চালানো ছিল এই চক্রের মূল লক্ষ্য।

তদন্তে আরও জানা গেছে, অভিযুক্তরা গোপন বৈঠকের আয়োজন, ধর্মীয় মতাদর্শের নামে উগ্রপন্থী প্রচার, জঙ্গিবাদী সাহিত্য বিতরণ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজ চালাত। পাশাপাশি, আইএমকে ও জেএমবির নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য গড়ে তুলতেও তারা সক্রিয় ছিল বলে এনআইএ দাবি করেছে।

চার্জশিটে নাম থাকা অভিযুক্তদের মধ্যে নাসিমুদ্দিনকে আসামে আইএমকে-র কার্যকলাপের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেছে এনআইএ। অন্যদিকে, জগীর মিয়াকে ত্রিপুরায় সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

তদন্ত চলাকালীন বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং ডিজিটাল তথ্য উদ্ধার করেছে এনআইএ। সংস্থার দাবি, উদ্ধার হওয়া তথ্যপ্রমাণে অভিযুক্তদের কথিত জঙ্গি ষড়যন্ত্র, সদস্য সংগ্রহ এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

এনআইএ জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া এবং উগ্রপন্থী সংগঠনের বিস্তার রোধে তাদের চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই এই তদন্ত পরিচালিত হয়েছে।

তবে, এনআইএ যে অভিযোগগুলি এনেছে, সেগুলি এখনও আদালতে বিচারাধীন। বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতেই অভিযুক্তদের দোষী বা নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি আদালত নির্ধারণ করবে।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২৩৫, ত্রাণ পাঠাল ভারত

কারাকাস, ২৬ জুন (আইএএনএস) ।। ভেনেজুয়েলায় বুধবার সন্ধ্যায় আঘাত হানা পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩৫ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৫০০ জন। নিখোঁজ ৪৩০০ জন ব্যক্তি। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে দিনরাত এক করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দল।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা -এর তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ৪০ সেকেন্ডের ব্যবধানে ৭.২ এবং ৭.৫ মাত্রার দুটি অগভীর ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই ধরনের পরপর দুটি বড় ভূমিকম্পকে ভূকম্পবিদ্যায় "ডাবলেট" বলা হয়। গত এক শতাব্দীর মধ্যে ভেনেজুয়েলায় এটি অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পে দেশের মধ্য উপকূলীয় অঞ্চল এবং রাজধানী কারাকাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু বহুতল ভবন ধসে পড়েছে, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। একের পর এক আফটারশকের

কারণে আরও ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দেশটির জাতীয় পরিষদের সভাপতি জর্জ রদ্রিগেজ বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, এখনও প্রায় ২০০ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন। তিনি বলেন, 'যত বেশি সম্ভব মানুষকে জীবিত উদ্ধার করতে আমরা সময়ের সঙ্গে লড়াই করছি।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, দুটি ভূমিকম্পই মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায় হওয়ায় কম্পনের শক্তি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে আঘাত হানে, যার ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। দুই কম্পনের ব্যবধান ছিল এক মিনিটেরও কম, আর পরবর্তী আফটারশকগুলি উদ্ধারকাজকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র রাজধানী কারাকাসের খুব কাছাকাছি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, গত প্রায় ৫০ বছরে ভেনেজুয়েলায় বড় ধরনের ভূমিকম্প না হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি সীমিত ছিল। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামো খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে পুরনো ভবনগুলিও বড় ধরনের কম্পন সহ্য করতে পারেনি।

উদ্ধার ও পুনর্গঠনের জন্য সরকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলির ধ্বংসাবশেষ অপসারণের যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো, ২০ কোটি মার্কিন ডলারের একটি সহায়তা তহবিল গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা চালু করা। এদিকে,

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩ আশঙ্কাজনক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।।: উনকোটি জেলার কুমারঘাট বিধানসভার সোনাইমুড়ি এলাকায় এক গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। মোটরসাইকেল ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের মধ্যে মোটরসাইকেল চালকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সংঘর্ষের শব্দে আশপাশের মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে যান। খবর পেয়ে কুমারঘাট অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মী ও কুমারঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। পরে আহতদের কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। গুরুতর আহত মোটরসাইকেল আরোহীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়দের মতে, দ্রুত উদ্ধারকাজ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

বিশালগড় গুলিকাণ্ড, গ্রেপ্তার রাহুল ও রণবীরের ঘনিষ্ঠ অমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে বিশালগড়ের বহুল আলোচিত ঠিকেদারের বাড়িতে গুলিকাণ্ড মামলায় অভিযুক্ত রাহুল ও রণবীরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অমন দেবকে গ্রেপ্তার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গভীর রাতে অফিসটিলা এলাকায় অমন দেবের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সে পালানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে অভিযোগ,বিশালগড় বাইপাস সহ বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল, সন্ত্রাস ও একাধিক অপরাধমূলক মামলায় অমন দেবের নাম রয়েছে। রাহুল রণবীর দেবনাথ ও মন সরকারসহ একাধিক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই সে আত্মগোপনে ছিল। গভীর রাতে বাড়িতে ফিরতেই পুলিশ তাকে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

টিএফডিসির ইনচার্জ বদলির প্রতিবাদে অফিসে তালা, কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।। নির্ভয়পুর টিএফডিপিসি -র রাবার বাগানের ইনচার্জ দীপেন বণিকের বদলির খবরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত নির্ভয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত এই রাবার বাগানে বর্তমানে প্রায় ৬০ জন নারী ও পুরুষ শ্রমিক কর্মরত। ২০১৭ সাল থেকে বাগানের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন দীপেন বণিক। শ্রমিকদের দাবি, তাঁর নেতৃত্বে বাগানের উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পাশাপাশি ধনপুর এলাকার আরও একটি রাবার বাগানের দায়িত্বও তিনি সফলভাবে সামলাচ্ছেন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, গত ২৫ জুন সন্ধ্যায় তারা জানতে পারেন যে দীপেন বণিকের অন্যত্র বদলির নির্দেশ জারি হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নির্ভয়পুরের পাশাপাশি ধনপুরের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মৃতদেহ সৎকারে চরম দুরাবস্থা চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ জুন ।। উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের পুরান বাড়ি এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য নদী পাড় করে কোমরসমান জল অতিক্রম করতে হচ্ছে। স্থানীয়রা বলছেন, এইভাবেই সীমিত মাধ্যম ও অবকাঠামোর অভাবে তাদের পরিবার-পরিজনদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হয়, অনবরত লজ্জা ও কষ্টের মুখে পড়ে।

স্থানীয়দের বর্ণনা অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে এখানে ব্রিজ বা নিরাপদ সাঁকো নির্মাণ না হওয়ায় শ্মশান ও পিকআপ কিংবা ছোট গাড়ি নিয়ে নদী পাড় করা সম্ভব হয় না। বর্ষায় জল বাড়লে দুর্ভোগ

বাড়ে। "একজন মৃত মানুষকে কাঁধে নিয়ে, কোমর সমান জলে পাড়ি দিয়ে শ্মশান পৌঁছাতে হয়," বলেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। "মানুষের মর্যাদা কোথায়?"এই প্রশ্ন ঘুরপাক খায় এলাকার আলাপচারিতায়।

স্থানীয়রা ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ধলেশ্বরে মহিলার রহস্য মৃত্যু হত্যার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।। রাজধানীর ধলেশ্বর ১৮ নম্বর রোড এলাকায় এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত মহিলার নাম চন্দনা সরকার নম। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাঁরই ছেলে লিটন নম। যদিও এই ঘটনায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ধলেশ্বর ১৮ নম্বর রোড এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে মা ও ছেলে একসঙ্গে বসবাস করতেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। অভিযোগ, ছেলে প্রায়ই মায়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। বিষয়টি পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও আত্মীয়স্বজনেরও জানা ছিল।

অভিযোগ, গভীর রাতে চন্দনা সরকার নমকে হত্যা করে তাঁর দেহ বাড়ির পাশের একটি ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়। পরে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

মৃতার স্বামী জানান, ঘটনার রাতে মোবাইল ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শেষবার কথা হয়েছিল। তখন চন্দনা তাঁকে জানিয়েছিলেন, তাঁর শরীর ভালো নেই। তিনি আরও দাবি করেন, ছেলে দীর্ঘদিন ধরেই মায়ের ওপর নির্যাতন চালাত। পরদিন স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে ছুটে যান এবং পরোক্ষভাবে ছেলের বিরুদ্ধেই হত্যার

☛৫ এর পাতায় দেখুন

রহস্যময় গর্ত ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ জুন ।। চড়িলামের কানাইবাড়ি রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি রহস্যজনক গর্তকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা গর্তটি দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন বিশালগড় থানায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পরে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে গর্তটি খুঁড়ে দেখা হলে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 27-06-2026, 00:51

জাগরণ আগরতলা, ২৭ জুন ২০২৬ ইং
১২ আষাঢ়, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অদৃশ্য দাসপ্রথা

বন্দি বা বন্ডেড লেবার হইলো আধুনিক বিশ্বের এক অদৃশ্য দাসপ্রথা, যেখানে ঋণের জালে আটকিয়া রাখিয়া মানুষকে বংশানুক্রমিক শ্রমে বাধ্য করা হয়। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়ড়াইয়াও আইন অমান্য করিয়া বিশ্বজুড়িয়া কোটি কোটি মানুষ এই নির্মম শোষণের শিকার হইতেছেন ।অসচেতন এবং দরিদ্র মানুষেরা চিকিৎসা, বিয়ে বা জরুরি প্রয়োজনে সামান্য কিছু টাকা অগ্রিম দাদন নিয়া এই চক্রে জড়াইয়া পড়ে। চড়া সুদের কারণে সেই ঋণ আর কোনোদিন শেষ হয় না ।অনেক ক্ষেত্রে বাবার নেওয়া ঋণ শোধ করিতে সন্তান, এমনকি নাতি-পুতিকেও আজীবন বিনা মজুরিতে বা নামমাত্র মূল্যে শ্রম দিয়া যাইতে হয় ।যদিও কাগজে-কলমে এই প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রভাবশালী মালিকদের দাপট এবং প্রশাসনের নজরদারির অভাবে এই অনাচার টিকিয়া আছে ।অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অমানবিক পরিবেশে পুরো পরিবারকে বন্দি রাখিয়া কাজ করানো হয় ।গ্রামীণ অঞ্চলে জমিদারের অধীনে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলিয়া আসা দাসত্ব ।পোশাক এবং জুতো তৈরির ছোট ছোট কারখানায় সস্তা শ্রমের জন্য বন্দি করিয়া রাখা হয় অনেককে ।এই অদৃশ্য অন্ধকার থেকে মুক্তি পাইতে প্রয়োজন কঠোর আইনি পদক্ষেপ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হইতেছে, ততক্ষণ এই আধুনিক দাসপ্রথাকে পুরোপুরি নির্মূল করা অসম্ভব।

উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগর জেলার একটি ছোট কারখানা থেকে ১২ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা
হইয়াছে, যাঁহাদের বন্ডেড লেবার হিসাবে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। এই ঘটনায় দেশজুড়িয়া তৈরি
হইয়াছে আলোড়ন ।উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার এবং উত্তরাখণ্ড থেকে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। এমনকি একজন আসিয়াছেন নেপাল থেকেও। প্রায় ১৮ মাস ধরিয়া তাঁহারা এই কারখানায় বন্দি শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতেছিলেন বলিয়া পুলিশ জানাইয়াছে ।এই ঘটনাটি শুধু একটি অপরাধের খবর নয় এটি আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও মানবিক চেতনার সামনে এক নির্মম ছবি তুলিয়া ধরিয়াছে। যেসব মানুষ কাজের আশায় ঘর ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদেরই দিনের পর দিন বন্দি করিয়া রাখা
হইয়াছে, মারধর করা হইয়াছে, না খাইয়ে কাজ করানো হইয়াছে এ যেন স্বাধীন দেশের ভিতরেই এক অদৃশ্য দাসপ্রথার পুনরুত্থান। পুলিশ জানাইয়াছে, এই শ্রমিকদের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাজের প্রলোভন দেখাইয়া নিয়া আসা হইয়াছে। তাঁহাদের মোবাইল কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে, পরিচয়পত্র পুড়াইয়া দিয়া কারখানার ভিতরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

দিনে মাত্র এঅসম্ভবিয়া শুকনো রুটি খাইতে দেওয়া হইতো তাঁহাদের। সামান্য প্রতিবাদ করিলেই লাঠি ও ধারালো বস্তু দিয়া মারধর করা হইতো। এমনকি কারখানার নিরাপত্তার জন্য পিটবুল কুকুর ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়াও অভিযোগ উঠিয়াছে। এই ঘটনার প্রতিটি বিবরণ জানিলে আমাদের শিউরে উঠিতে হয়। কিন্তু আরও ভয়াবহ হইল এই সত্য যে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে বন্ধকী শ্রম বা বন্ডেড লেবার নিষিদ্ধ করা হইলেও বাস্তবে তাহা পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। বরং দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে এই প্রথা বিভিন্ন রূপে এখনও বাচিয়া আছে ।দেশের বহু মানুষ এখনও প্রতিদিনের জীবিকা নির্বাহের জন্য লড়াই করিতেছে। যখন কোনও ব্যক্তি বা পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়ে, তখন তাহারা সামান্য আয়ের আশায় যে কোনও প্রস্তাবে রাজি হইয়া যায়। এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগায় দালাল ও অসাধু নিয়োগকারীরা। অনেক শ্রমিকই জানেন না তাঁহাদের অধিকার কী, তাঁহারা জানেন না যে, তাঁহাদের জোর করিয়া আটকাইয়া রাখা বা মজুরি না দেওয়া আইনত অপরাধ। ফলে তাঁহারা প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারেন না। অন্যদিকে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিও এই সমস্যাকে জিইয়া রাখে।

আইন থাকিলেও তাহার যথাযথ প্রয়োগ সব জায়গায় সমানভাবে হয় না। স্থানীয় স্তরে নজরদারির অভাব, কখনও দুর্নীতি, কখনও উদাসীনতা এই সব মিলাইয়া এমন অপরাধ দীর্ঘদিন ধরিয়া আড়ালে থাকিথ যায়। বিশেষ করিয়া অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের অবস্থান আরও দুর্বল। তাঁহাদের কোনও সামাজিক সুরক্ষা থাকে না, পরিচয়পত্র কাড়িয়া নেওয়া হইলে বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহারা কার্যত নিঃসহায় হইয়া পড়েন।

এই ঘটনায় উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের বক্তব্য শুধু শারীরিক নির্যাতনের নয়, গভীর মানসিক যন্ত্রণার কথাও উঠিয়া আসিয়াছে। মাসের পর মাস পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানো, প্রতিনিয়ত ভয় ও অপমান সহ্য করা এগুলি মানুষের আত্মসম্মান বোধকেই ভাঙিয়া দেয়।

মুজফ্ফরনগরের এই ঘটনা আমাদের সামনে এক নির্মম সত্য তুলিয়া ধরিয়া স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা কি সত্যিই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি? যদি এখনও মানুষকে দাসের মতো জীবনযাপন করিতে হয়, তবে আমাদের উন্নয়ন কতটুকু সার্থকতা পায়? এই ঘটনা শুধুমাত্র কয়েকজন অপরাধীর নয়, এটি আমাদের সমষ্টিগত ব্যর্থতার প্রতিফলন। যতদিন না আমরা দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে সাফল্য লাভ করতে পারছি, ততদিন এই ধরনের শোষণ বন্ধ হইবে না।

শান্তিরবাজারে গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা, আহত একাধিক গবাদি পশু

শান্তিরবাজার, ২৬ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারে অতিরিক্ত গবাদি পশু বোঝাই একটি ভ্যান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। শনিবার বিএসএনএল অফিস সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় একাধিক গবাদি পশু আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাদা রঙের একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান অতিরিক্ত গরু নিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়িটির সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রাস্তায় তেল ও মোবিল ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত গবাদি পশুগুলিকে উদ্ধার করে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থানায় নিয়ে যায়। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে গবাদি পশু পরিবহনের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের দাবি, শুধুমাত্র জরিমানা করেই দায়িত্ব শেষ করলে এ ধরনের ঘটনা বন্ধ হবে না।

তবে গাড়িটিতে গবাদি পশু পাচার করা হচ্ছিল কি না, সেই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নিশ্চিত তথ্য জানানো হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিকশিত ভারত ২০৪৭ লক্ষ্য সামনে রেখে এমএসএমই-তে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে

শ্রীমতী শোভা করন্দলাজে

এক দশক আগে যেকোনো সরকারি জেলা অফিসে ঢুকলে পরিচিত দৃশ্যই চোখে পড়ত- কাগজের ফাইলের স্তূপ, ব্যস্ত কেরানি এবং উদ্যোক্তারা একটি নিবন্ধন সনদ বা অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত বিরোধের শুনানির জন্য দিন, এমনকি সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছেন। আজ, দেশের যেকোনো প্রান্তের একজন কারিগর তার ফোন থেকেই মিনিটের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করতে পারেন, একটি জাতীয় মার্কেটপ্লেসে তার পণ্য তালিকাভুক্ত করতে পারেন এবং নিজের ওয়ার্কশপ না ছেড়েই বকেয়া আদায়ের জন্য তাগাদা দিতে পারেন। এটি কোনো সামান্য প্রশাসনিক উন্নয়ন নয়, বরং একটি কাঠামোগত রূপান্তর।

ভারতের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলো জাতীয় হিসাবের পাতায় সামান্য স্থান পায় না। ২০২৬ সালের এমএসএমই দিবসে এদের প্রকৃত ব্যাপ্তি নিয়ে ভাবাটা যুক্তিযুক্ত, কারণ এরা জিডিপিতে প্রায় ৩১.১ শতাংশ ,উৎপাদন খাতের ৩৫ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখে, মোট রপ্তানির প্রায় ৪৮.৫৮ শতাংশ যা প্রায় ৩৮ কোটি কর্মীকে কর্মসংস্থান দেয়, যা বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। তবুও কয়েক দশক ধরে, এই শিল্পোদ্যোগগুলো প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের অভাবে, বৃহৎ ক্রয় বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এবং এমন এক নিয়মকানুনের গোলকধাঁধায় পরিচালিত হয়েছে যা ছোটদের চেয়ে বড়দেরই বেশি সুবিধা দিয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) যাত্রাপথের প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাকে লক্ষ্য করে নির্মিত একগুচ্ছ ডিজিটাল পোর্টালের আবির্ভাবে এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট। এটি নীরবে রাজ্য এবং তার ক্ষুদ্রতম উদ্যোক্তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন রূপ দিচ্ছে। প্রথম এবং সবচেয়ে মৌলিক বাধাটি ছিল যে, আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রকল্প, ব্যাংক ঋণ বা সরকারি চুক্তি পেত না। উদ্যম পোর্টালের মাধ্যমে কাগজবিহীন, আধার-প্রমাণিত এবং স্ব-ঘোষণা-ভিত্তিক নিবন্ধন একটি বহু-ধাপের জটিলতাকে একটিমাত্র অনলাইন সেশনে কমিয়ে এনেছে। আজ, এই পোর্টালের মাধ্যমে ৮.৭ কোটি প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে যুক্ত হয়েছে, যা উদীয়মান বাজারের ইতিহাসে খুব কম নজিরবিহীন একটি আনুষ্ঠানিকীকরণের ঢেউ তুলেছে।

তবুও, "অন্তর্ভুক্তি ছাড়া আনুষ্ঠানিকীকরণ" সবচেয়ে দুর্বলদের পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করে। তাই, উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্মটি এমন সব অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যাদের নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬ অনুসারে, এই প্ল্যাটফর্মটি ৩.২৮ কোটি এমন উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় সহায়তার পরিধি এমন সব ব্যবসা পর্যন্ত পৌঁছেছে, যেগুলো আগে কখনও কোনো সরকারি রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত ছিল না।

জেম মার্কেটের মাধ্যমে একটি সমতল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রাপ্তি ঐতিহাসিকভাবে, ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর পথ ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ এবং ক্রয় সংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সামলানোর ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস অর্থাৎ জেম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার কাঠামো বদলে দিয়েছে।

একটি স্বচ্ছ প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে, যেখানে যেকোনো নিবন্ধিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সরকারি দপ্তর এবং সরকারি খাতের উদ্যোগগুলিতে পণ্য সরবরাহ করতে পারে, জেম কার্যকরভাবে ক্রয় ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করেছে ।বর্তমানে, এই প্ল্যাটফর্মে ১১.১৪ লক্ষেরও বেশি এমএসএমই বিক্রেতা নিবন্ধিত আছেন (যার মধ্যে ২.০৩ লক্ষ নারী-মালিকানাধীন এবং ৬১,০০০ তফসিলি জাতি/ উপজাতি-মালিকানাধীন)। জেম'এর মাধ্যমে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ১৮.৪০ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে, যা কেবল লেনদেনই নয়, বরং সুরক্ষিত জীবিকা, সুস্থায়ী ব্যবসা এবং বৈচিত্র্যময় সরবরাহ শৃঙ্খলেরও পরিচায়ক।

এমএসএমই সংস্কারের মূল ভিত্তি, নগদ অর্থের প্রবাহের প্রাণশক্তি। বিলম্বে অর্থ পরিশোধ এবং বড় ক্রেতাদের ৬০, ৯০, এমনকি ১৮০ দিন পর্যন্ত এমএসএমই-এর চালান আটকে রাখার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা ঐতিহাসিকভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে ব্যয়বহুল অনানুষ্ঠানিক ঋণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ট্রেডস প্ল্যাটফর্ম (ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম) এর একটি কাঠামোগত সমাধান প্রদান করে এবং এমএসএমই-গুলো এখন একটি ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে চালান আপলোড করতে পারে, যেখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো ডিসকাউন্ট করার জন্য বিড করে, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী মূলধন মুক্ত হয়। ট্রেডসএর মাধ্যমে ২০২১-২০২৬ সালের মধ্যে ৮.৩৫ লক্ষ কোটি টাকার ইনভয়েস ডিসকাউন্ট করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীদের বেতন দিতে ব্যর্থ হয়নি, মহাজনের দ্বারস্থ হয়নি এবং কোনো বড় ক্রেতার অর্থ পরিশোধে বিলম্বের কারণে বন্ধও হয়ে যায়নি ।অভিযোগ এবং ন্যায়বিচার এমনকি সেরা পরিকল্পিত ব্যবস্থাতেও সমস্যা তৈরি হয় ।এমএসএমই চ্যাম্পিয়নস পোর্টাল একটি প্রযুক্তি-সক্ষম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেখানে উদ্যোক্তারা নির্দেশনা চাইতে, উদ্বেগ জানাতে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য পেতে পারেন। ২০২৬ সালের ২৪শে জুন পর্যন্ত, এটি ১,৮৫,২৫৩টি অভিযোগের সমাধান করেছে, যা প্রাপ্ত মোট অভিযোগের ৯৯.৬৬ শতাংশ।

এমএসএমই সমাধান পোর্টালটি ক্ষুদ্র সরবরাহকারীদের দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত করে আসা অর্থ পরিশোধ না করার সংস্কৃতির মতো একটি সুনির্দিষ্ট অবিচারকে লক্ষ্য করে। সমাধান পোর্টালের পরিপূরক হিসেবে রয়েছে এমএসএমই অনলাইন বিরোধ নিষ্পত্তি (ওডিআর) পোর্টাল, যা ডিজিটাল ন্যায়বিচারের ধারণাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। অনলাইন মধ্যস্থতা ও সালিশের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে এমএসএমই-দের সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে ওডিআর পোর্টালটি ভারতের ক্ষুদ্রতম ব্যবসাগুলোর জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রসারিত করেছে। এই এমএসএমই দিবসটি শুধু একটি উদযাপনই নয়, বরং ডিজিটাল যাত্রার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, কারণ ভারত তার ডিজিটাল পরিকাঠামোকে আরও প্রসারিত করতে প্রস্তুত। পিএমইজিপি ২.০ পোর্টালটি আবেদন থেকে ভর্তুকি বিতরণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলছে, অন্যদিকে এমএসএমই সমাধান ২.০ বকেয়া পরিশোধের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করছে এবং এমএসএমই গ্লোবাল মার্ট ২.০ বি.টু.বি ও বি.টু.সি উভয় ধরনের বাণিজ্যের জন্য ওএনডিসি ইকোসিস্টেমের সাথে সমন্বিত একটি সরকার-সমর্থিত মার্কেটপ্লেস হিসেবে কাজ করছে, যা ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে আসছে। আমরা যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করছি, তখন এই রূপান্তরের যাত্রায় কোনো উদ্যোক্তাই যেন পিছিয়ে না থাকে, সেই সংকল্প অটল রয়েছে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট

এই পোর্টালগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না, বরং সম্মিলিতভাবে এগুলো একটি আন্তঃকার্যকরী ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্র গঠন করে, যা নিয়মকানুন পালনের বোঝা কমায়, ডেটাবেসকে একীভূত করে এবং প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের মধ্যে রিয়েল-টাইম তথ্য বিনিময় সক্ষম করে। এগুলো কেবল সুবিধাই আনেনি, বরং ঐতিহাসিকভাবে বৃহৎ, শহুরে এবং সুসংযুক্তদের অর্জিত কাঠামোগত সুবিধাগুলোকেও বিলুপ্ত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' রূপকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এমএসএমই খাত। "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" শুধু একটি স্লোগান নয়, বরং একটি পরিচালন নীতি। এমএসএমই-তে ব্যাংক ঋণ ০১.০৪.২০১৪ তারিখের ১০.৪০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৩১.১২.২০২৫ তারিখে ৩৬.৭৯ লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বারো বছরে ২৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বৃহৎ উদ্যোগের ঋণ বৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং, ডিজিটাল এমএসএমই পরিকাঠামো হলো সবচেয়ে বাস্তব অর্থে সেই প্রতিশ্রুতির পরিকাঠামো।

এমএসএমই-তেই অধিকাংশ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, গ্রামীণ শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হবে এবং অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চূড়ান্ত রূপান্তর সম্পন্ন করতে হবে। তাই, এদের ঘিরে যে ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, তা-ই হলো বিকশিত ভারতের মূল সংযোগকারী সূত্র এবং অনলাইনে প্রতিটি নিবন্ধন, প্রতিটি অর্থায়নকৃত চালান, প্রতিটি বিরোধ নিষ্পত্তি হলো ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের দিকে এক অপরিবর্তনীয় ও দূরদর্শী পদক্ষেপ। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বাজার, অর্থায়ন এবং শাসনের সাথে সংযুক্তকারী পোর্টালগুলি কেবল ডিজিটাল সুবিধা নয়। এগুলি হলো এমন এক ভারতের জন্য, যেখানে কোনো উদ্যোক্তাই পিছিয়ে থাকবে না, আর সেই ভারতের স্বপ্নকে সত্যি করতে এগুলি হলো তিলে তিলে গড়ে ওঠা এক আকাঙ্ক্ষার স্থাপত্য।

(লেখক : কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী)

ডাক্তারবাবুদের প্রাইভেট চেম্বার নিয়ে কিছু কথা

অভিজ্ঞান সরদার

চিকিৎসককে মানুষ যুগ যুগ ধরে জীবনদাতা হিসেবে সম্মান করে এসেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান যত উন্নত হয়েছে, ততই বেড়েছে চিকিৎসকদের প্রতি মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা। আজও অধিকাংশ চিকিৎসক নিষ্ঠা, মানবিকতা ও আত্মত্যাগের সঙ্গে মানুষের সেবা করে চলেছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রয়েছে।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা গোটা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। একজন চিকিৎসক তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে চেম্বারে রোগী দেখতেই পারেনএতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সরকারি হাসপাতালে নির্ধারিত সময়ে রোগীরা চিকিৎসকের অনুপস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হন। সাম্প্রতিক সময়ে এমন একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে, যেখানে বলা হচ্ছে

- কিছুদিন আগে জিবি হাসপাতালে এক প্রসূতি মাকে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অভিযোগ, জুনিয়র চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে জানান যে সিনিয়র চিকিৎসক এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। সন্ধ্যার পর প্রসূতির ব্যথা বেড়ে গেলেও পরিবারের সদস্যরা বারবার কর্তব্যরত চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও সিনিয়র চিকিৎসক রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে পৌঁছান। ততক্ষণে জল ভেঙ্গে বাচ্চা গর্ভগৃহেই মারা যায়। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখার কারণে সময়মতো আসতে পারেননি। যদি এই অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে, তবে এর দায়ভার কে নেবে? - কিছু সরকারি চিকিৎসক নিয়মিত ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখেন এবং বেসরকারি নার্সিংহোমে একাধিক অস্ত্রোপচার করেন। এমনও শোনা যায়, সরকারি হাসপাতালে মাসে খুব কম সংখ্যক অস্ত্রোপচার হলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন একাধিক অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। যদি এই তথ্য সঠিক হয়, এই দায়ভার কার?

- অভিযোগ রয়েছে, কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালেও নিয়মিত পরিষেবা দিয়ে থাকেন।

- প্রায়ই দেখা যায়, সরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে ৩—৭ দিন বা তারও বেশি সময় লাগে। অথচ একই ধরনের পরীক্ষা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একই ডাক্তার বাবু একদিনেই দিয়ে দেন। - অনেক রোগীর অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য কয়েক মাস পরের তারিখ দেওয়া হয়। কিন্তু একই চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বারে দেখানোর পর বেসরকারি নার্সিংহোমে দ্রুত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

- সংকটাপন্ন রোগীদের ক্ষেত্রেও MRI, USG করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন ইচ্ছাকৃতভাবেই দেরিতে সময় দেওয়া হয়,যাতে প্রাইভেটে পাঠানো যায়।

সরকার যদি সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা আরও জবাবদিহিমূলক করতে পদক্ষেপ নেয়, তাহলে এতে অস্বস্তিতে পড়বেন কারা? যারা সরকারি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে চান না। যারা সরকারি বেতন নিলেও ব্যক্তিগত চেম্বারকেই বেশি গুরুত্ব দেন। যারা পেশাগত নৈতিকতার চেয়ে আর্থিক লাভকে অগ্রাধিকার দেন।

সব চিকিৎসক এমন নন। অধিকাংশ চিকিৎসক নিষ্ঠা ও মানবিকতার সঙ্গে মানুষের সেবা করে চলেছেন। কিন্তু কয়েকজনের অনিয়ম পুরো চিকিৎসক সমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করে। তাই অনিয়ম থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেমন জরুরি, তেমনি সৎ ও নিষ্ঠাবান চিকিৎসকদের সম্মানও সমানভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। সরকারি হাসপাতালে কর্মরত প্রত্যেক চিকিৎসকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত সরকারি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। কারণ সাধারণ মানুষ করের অর্থেই সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং সেই ব্যবস্থার ওপর ভরসা করেই অধিকাংশ মানুষ চিকিৎসা নিতে আসেন।

এই প্রসঙ্গে সরকার উচিত নজরদারি ও জবাবদিহির ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা, যাতে একদিকে চিকিৎসকদের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত থাকে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারও নিশ্চিত হয়, এই পদক্ষেপ তারই প্রতিফলন।

এই আলোচনা কোনোভাবেই সমগ্র চিকিৎসক সমাজকে উদ্দেশ্য করে নয়। বরং যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে দিনরাত মানুষের সেবা করে চলেছেন, তাঁদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতেই অনিয়ম বা দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে কথা বলা প্রয়োজন।

পরিশেষে স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণীই আমাদের পথ দেখাক "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানুষের সেবাই হোক চিকিৎসা পেশার সর্বোচ্চ আদর্শ।

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাসুক হেলাল

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই আলোড়িত এক উপস্থিতি। নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো বিস্তৃত তাঁর সাহিত্যের দুনিয়া। কী নেই সেই মণ্ডলীতে? একটা নক্ষত্রমন্ডগুলীতে মহাবিশ্বের যত নমুনা থাকে, রবীন্দ্র সাহিত্যও যেন সেরকমবিপুল বিস্তৃত। সেই নক্ষত্রমণ্ডলে নীহারিকার মতো উপন্যাস, সৌরজগতের মত কবিতা, গ্রহাণুর মতো ছোট গল্প আর উল্কার মতো ছন্দের গাঁথুনি। এর এক কোণে বিজ্ঞানের আনাগোনাও ঠিক চোখে পড়ে।

শৈশবে সীতানাথ দত্তের (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) কাছে প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা নিতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরেও বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানে আগ্রহকে বেশ গুরুত্ব দিতেন তিনি। তাই লিখেছেন, 'বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী ।মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র।'

পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁকে পিতৃদেব নামে ডাকতেন তিনি। তাঁর কাছে বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে জানার সুযোগ পান রবীন্দ্রনাথ। একদিন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন ভারতের হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি পাহাড়ে। সন্ধ্যাবেলায় এক ডাকবাংলোর চৌকিতে বসে আকাশ চেনার সুযোগ পান। পিতৃদেবের কাছে নানা নক্ষত্র, গ্রহ চিনেছেন সে সময়। বাবার কাছে বিজ্ঞানের নানা বিষয় জেনে জীবনে প্রথম ধারাবাহিক রচনা লেখেন বিজ্ঞান নিয়ে, বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে। পরে যখন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করেন, তখন সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়তে আগ্রহী হন। স্যার রবার্ট বলের লেখা বই পড়ে বেশ আনন্দ পেতেন। তিনি লিখেছেন, 'এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকম্বোস, ক্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছিগলাধঃকরণ করেছি শাসসুদ্ধ বীজযুদ্ধ। তার পরে একসময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির একসেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।'

রবীন্দ্ররচনায় বিজ্ঞান

তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য রচনায় আমরা বিজ্ঞানের ছাপ দেখি। বিজ্ঞান তো জীবনেরই অংশ। সাহিত্যে সেই বিজ্ঞানের আবহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দারুণ সব আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সবার জন্য বিজ্ঞান জানার বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দিতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৪৪ সনের আশ্বিনে বিশ্বপরিচয় বইটি প্রকাশ করেন। বইতে ৬টি অধ্যায় ছিল। সেগুলো হলো পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক ও উপসংহার। আমরা সেই বইতে তিনটি চিত্র দেখতে পাই। অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা, হ্যালির ধূমকেতু (১৯১০) এবং শনি ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনামূলক চিত্র। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। তিনি হিগস বোসন কণার সেই বিজ্ঞানী বসু বা বোস। বাংলার মানুষের মনে কেন অবৈজ্ঞানিক ভাব আসে, তা নিয়ে আক্ষেপ ছিল ঠাকুর মশায়ের। তিনি লিখেছেন, 'আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।'

বিজ্ঞানের জটিল সব বিষয়কে সহজভাবে জানতে ও লিখতে পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বপরিচয়-এ তিনি লিখেছেন, 'রাতের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হাল্কা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভুত দ্রুত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হোলো এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই।'

বিভিন্ন কঠিন কঠিন বিষয়কে সহজ উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা ছিল তাঁর। নক্ষত্রপুঞ্জের উদাহরণে তিনি লেখেন, 'পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে সর জেমস জীনস যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেমসজীনস বলেন সেই স্টেশন থেকে আর সব খালি করে ফেলে কেবল ছটি মাত্র ধুলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হোতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূন্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হোতে পারে না।' আমাদের কাছের নক্ষত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শি বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যা-বাঁধা যে পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্টীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র-বসৃতির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্র নাক্ষত্রিক হিসাবটার ওপর দিয়ে সংখ্যার যে ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।'

সহজবোধ্য বাংলায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় দেখা যায় তাঁর লেখনীতে। তিনি লিখেছেন, 'ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণত এই হোলো ওর আকার। এই পুচ্ছটা অতিসূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনো কখনো তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারিনি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত স্থির করেছেন যে ধূমকেতুরা সূর্যের বাঁধা অনুচরেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভুক্ত নয় যারা আগন্তুক।'

বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে নিয়ে তিনি বলেন, 'আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা। ছবি নিজস্ব।

ম্যাট্রিমোনি-সহ বিনিয়োগ প্রতারণা চক্রের চার সদস্য গ্রেপ্তার, প্রতারণার অঙ্ক ১.৪৬ কোটি টাকা

হায়দরাবাদ, ২৬ জুন (আইএএনএস): ম্যাট্রিমোনি ও ভুয়ো বিনিয়োগের নামে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে হায়দরাবাদ সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা একাধিক "মিউল" ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণার অর্থ তুলে হাওলা চক্রের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরভিত্তিক সাইবার প্রতারকদের কাছে পাঠাত।গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন সিদ্ধিপেটের বাসিন্দা চোক্কালা সম্পথ এবং সেকেন্দ্রাবাদের বাসিন্দা হেচু নরেশ, এন্ডলা সুরেশ ও ভাদকালা মহেশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন যে, ম্যাট্রিমোনি ও বিনিয়োগের নামে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। অভিযুক্তরা 'সঙ্গম ম্যাট্রিমোনি' প্ল্যাটফর্মে এক মহিলার পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে মোটা মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে একটি ভুয়ো বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে অর্থ লগ্নি করতে প্ররোচিত করে।

হায়দরাবাদ সাইবার ক্রাইমের উপ-পুলিশ কমিশনার ভি. অরবিন্দ বাবু জানান, প্রথমে ভুয়ো লাভের হিসাব দেখিয়ে প্রতারকরা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ৪৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা জমা করায়। পরে টাকা তুলতে গেলে অতিরিক্ত চার্জ দাবি করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ তোলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখনই তিনি প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন।

তদন্তে জানা যায়, প্রতারণার অর্থ মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মিউল অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কের কয়েকটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়।

পুলিশের দাবি, মূল চক্রের পলাতক হ্যান্ডলারের নির্দেশে সম্পথ মিউল অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতেন এবং অর্থ স্থানান্তরের কাজ দেখাশোনা করতেন। এর বিনিময়ে তিনি ৩০ শতাংশ কমিশন পেতেন।

নরেশ মিউল অ্যাকাউন্ট খোলা ও সেগুলি ব্যবহার করে প্রতারণার অর্থ তোলার কাজে সাহায্য করতেন এবং ১৫ শতাংশ কমিশন পেতেন। সুরেশ ও মহেশও একই ধরনের কাজে যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকে ১০ শতাংশ করে কমিশন নিতেন।পুলিশ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানিয়েছে, ম্যাট্রিমোনি, টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচিত অচেনা ব্যক্তির বিনিয়োগ, শেয়ার বাজার, ট্রেডিং বা উচ্চ মুনাফার প্রলোভনে কোনওভাবেই অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত নয়।

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি, জানালেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু

অমরাবতী, ২৬ জুন (আইএএনএস): আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী দিবস উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের নীতি 'শূন্য সহনশীলতা' এবং এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই আসলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম, তাদের স্বপ্ন, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াই। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে এবং দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।''

তিনি আরও বলেন, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতেও সরকার সর্বাত্মক সহায়তা করবে। তাঁর দাবি, ''যে সময়ে মাদক আমাদের রাজ্যে শিকড় গেড়েছিল, সেই সময় এখন অতীত। আজ অন্ধ্রপ্রদেশ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, পুনর্বাসনের আশ্বাস এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রতীক।''

অন্ধ্রপ্রদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী নারা লোকেশও এক বার্তায় বলেন, রাজ্য সরকার মাদকের অভিশাপ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কঠোর আইন প্রয়োগ, সীমান্ত ও পরিবহণপথে নজরদারি এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে মাদকচক্র ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

তিনি জানান, 'অপারেশন চৈতন্যম'-এর আওতায় আল্লুরি সীতারামা রাজু জেলায় গাঁজা চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে। প্রায় ২৯,৮৪০ একর জমিতে বিকল্প ফসলের চাষ শুরু হয়েছে এবং গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত ৩২৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

এছাড়া, এলিট অ্যান্টি-নারকোটিক্স গ্রুপ ফর ল এনফোর্সমেন্ট (ইগল), ভিজিল্যান্স এনফোর্সমেন্ট, ড্রাগ কন্ট্রোল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং স্থানীয় পুলিশের যৌথ উদ্যোগে 'অপারেশন গরুড়' পরিচালনা করে ওষুধের দোকানে মাদক ও মনঃপ্রভাবকারী ওষুধের বিক্রির ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ইগল ৮০০-রও বেশি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ১.৯৩ লক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেছে। অভিযানে ৬১.৮ কেজি গাঁজা, ১০ কেজি গাঁজার বীজ উদ্ধার এবং ৯,৩৪৬টি যানবাহন জব্দ করা হয়েছে।

জেলবিধি লঙ্ঘন ও বন্দিদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে গয়া কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেপুটি সুপার সাসপেন্ড

পাটনা, ২৬ জুন (আইএএনএস): জেলবিধি লঙ্ঘন, দায়িত্বে গাফিলতি এবং বন্দিদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে বিহারের গয়া কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সুদর্শন প্রসাদ সিংকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর।

স্বরাষ্ট্র দফতরের কারা বিভাগের জারি করা নির্দেশে জানানো হয়েছে, বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বরখাস্ত রাখা হবে। তদন্ত চলাকালীন তাঁর সদর দপ্তর হিসেবে মুজাফরপুরের খুদিরাম বসু কেন্দ্রীয় কারাগার নির্ধারণ করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৬ জুন জেলের একটি ওয়ার্ডে তল্লাশি চালিয়ে বন্দি রমেশ যাদব ওরফে সুমন যাদবের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়। জেল সুপার ওই ঘটনার পর এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিলেও, ডেপুটি সুপার তা করেননি বলে অভিযোগ। বিষয়টিকে গুরুতর কর্তব্যে অবহেলা হিসেবে বিবেচনা করেছে কারা বিভাগ।

এছাড়াও, যথাযথ অনুমতি ও নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ না করে নিজের দপ্তরে বন্দিদের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও বাইরের লোকজনের সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, একাধিক দর্শনার্থীকে নিরাপত্তা তল্লাশি ছাড়াই প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এবং তাঁদের নাম দর্শনার্থী নিবন্ধন খাতায় নথিভুক্ত করা হয়নি।

বিভাগীয় প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জেলের নিরাপত্তা বিধি কার্যকর করতে গেলে তিনি কারারক্ষীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন এবং অশালীন ভাষা ব্যবহার করতেন। এছাড়া, বিনা কারণে বন্দিদের শারীরিকভাবে নির্যাতনের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

স্বরাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, সব অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি থেকে বরখাস্তসহ আরও কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রভাব কাটাতে সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা পাকিস্তানের, চাপে সাধারণ মানুষ: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন (আইএএনএস): ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবলে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে দাবি করেছেন ভারতীয় গোয়েন্দা ও সরকারি সূত্র। তাদের দাবি, সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়াতে পাকিস্তান সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে, যার আর্থিক চাপ পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর।

সরকারি সূত্রের দাবি, পাহেলগাঁও হামলার জবাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালিত 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর পাকিস্তান প্রকাশ্যে নিজেদের সফল বলে দাবি করলেও, বাস্তবে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রের মতে, অভিযানের পরপরই সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের নিজেকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা সেই মনোবল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টারই অংশ। সূত্রের দাবি, তিনি এই পদোন্নতির জন্য শাহবাজ শরিফ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের কাছে পাকিস্তানের বিজয়ের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

এছাড়া, বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এবং তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র বিরুদ্ধে লড়াইরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বাড়াতেও এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ভারতীয় সূত্রের অভিযোগ, পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মী পলায়নের ঘটনাও বেড়েছে।

প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, ২০২৬ অর্থবর্ষে পাকিস্তান সরকার প্রতিরক্ষা বাজেট ১৮ শতাংশ বাড়িয়ে প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি বরাদ্দ করেছে, যা দেশের মোট ফেডারেল ব্যয়ের প্রায় ১৬ শতাংশ। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে অবকাঠামো, শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো হয়েছে এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ভর্তুকিও হ্রাস করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া, রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝাও বাড়ানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর সব স্তরের সদস্যদের বেতন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্তও কার্যকর হয়েছে বলে ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি।

প্রতিবেদনে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, এসব পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবল ধরে রাখা এবং কর্মীদের বাহিনীতে ধরে রাখা। তবে এর ফলে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে বাড়তি অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদনটি ভারতীয় সরকারি ও গোয়েন্দা সূত্রের দাবির ভিত্তিতে প্রকাশিত। পাকিস্তান সরকার বা দেশটির সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এসব দাবির বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অপারেশন 'অমিস্তাদ': ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা পাঠাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন (আইএএনএস) : ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলার পাশে দাঁড়াতে ভারত 'অপারেশন অমিস্তাদ' শুরু করেছে। শুক্রবার ভারতীয় বায়ুসেনার (আইএএফ) দুটি সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান একটি ভারতীয় সেনা ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ৩৫ টনেরও বেশি ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এই অভিযানের ঘোষণা দিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেন, "অপারেশন অমিস্তাদ শুরু হয়েছে। আজ দুটি আইএএফ সি-১৭ বিমান ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্প-পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য জরুরি সাহায্য নিয়ে রওনা দিয়েছে। এই সহায়তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সেনার একটি ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ৩৫ টনেরও বেশি ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং দুটি 'ভীষ্ম কিউব'। এই কঠিন সময়ে ভেনেজুয়েলার সরকার ও জনগণের পাশে থাকতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

'ভীষ্ম কিউব' একটি অত্যাধুনিক, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত, দ্রুত মোতায়েনযোগ্য মডুলার চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা বিশেষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবিক সংকট মোকাবিলার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

একাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসা মডিউল নিয়ে গঠিত এই ব্যবস্থা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ফিল্ড হাসপাতালে রূপান্তর করা যায়। এতে উন্নত ট্রমা চিকিৎসা, জরুরি অস্ত্রোপচার, নিবিড় পরিচর্যা (আইসিইউ) এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে প্রায় ২০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব। এতে রয়েছে বহনযোগ্য ভেন্টিলেটর, রোগী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, ডায়াগনস্টিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অক্সিজেন সহায়তা।

এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছিল, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বিশেষায়িত চিকিৎসক দল ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, ৬০ প্যারা ফিল্ড হাসপাতালের চিকিৎসক দল ২৬ জুন দুপুরে হিন্ডন এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি বিমানে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

এই অভিযানে ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনার সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান। ভারত ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে আকাশপথের দূরত্ব প্রায় ১৪,৩০০ কিলোমিটার। গ্লোবমাস্টারের একটানা উড়ান সক্ষমতা প্রায় ৪,৪০০ কিলোমিটার হওয়ায় পথে একাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ দেশে অবতরণ করে জ্বালানি ভরতে হবে বলে সূত্রের খবর।

৪১ সদস্যের এই মেডিক্যাল কনটিনজেন্টে রয়েছেন ৯ জন চিকিৎসক। দলটি জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা ব্যবস্থাপনা, জীবনরক্ষাকারী অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সক্ষম। তারা প্রায় ছয় টন চিকিৎসা সামগ্রী এবং বিদেশ মন্ত্রকের সরবরাহ করা মানবিক ত্রাণসামগ্রীও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া শতাধিক মানুষকে উদ্ধারে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ভেনেজুয়েলা। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২৩৫-এ পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ এবং উদ্ধারকাজ চলায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার মাত্র ৪০ সেকেন্ডের ব্যবধানে ৭.২ ও ৭.৫ মাত্রার দুটি শক্তিশালী অগভীর ভূমিকম্প আঘাত হানে। গত এক শতাব্দীর মধ্যে এটি ভেনেজুয়েলায় সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পগুলির একটি এবং কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী। পরপর আফটারশকের কারণে আরও ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এই ভূমিকম্পে ভেনেজুয়েলার মধ্য উপকূলীয় অঞ্চল এবং রাজধানী কারাকাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু ভবন ধসে পড়েছে, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে এবং চলমান আফটারশকের কারণে নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এই কঠিন সময়ে ভারতের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে দেশ প্রস্তুত।

মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর নেশাগ্রস্তদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন (আইএএনএস) : আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নারকোটিক্স কো-অর্ডিনেশন (এনসিওআরডি)-এর ১০ম শীর্ষস্তরের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এদিন তিনি দেশকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত "ভিশন ডকুমেন্ট অন নারকোটিক্স কন্ট্রোল"-এরও উদ্বোধন করেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আগামী তিন বছর এই অভিযানকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।তিনি বলেন, ২৬ জুন ভারতের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। একদিকে দেশ যখন মাদকবিরোধী কার্যক্রম রূপরেখা তৈরি করছে, অন্যদিকে এদিনই প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী। তাঁর কথায়, ব্রিটিশ শাসনামলে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ভারতকে 'বন্দে মাতরম'-এর মতো অমর সৃষ্টি উপহার দিয়েছিলেন।

অমিত শাহ বলেন, বন্দে মাতরম শুধুমাত্র একটি স্লোগান বা গান নয়, এটি ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনা, দেশপ্রেম এবং জাতীয় পুনর্গঠনের মন্ত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও এটি ছিল আন্দোলনের মূলমন্ত্র। ইতিহাস সাক্ষী, বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে শেষবার 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করেছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাদক সমস্যা শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার বিষয় নয়, এটি দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। আগামী ১০০ বছরের ভারতের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হলে সরকার, বিভিন্ন দফতর, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ, যুবসমাজ এবং মহিলাদের একযোগে মাদকবিরোধী আন্দোলনে শামিল হতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাদকবিরোধী অভিযান সফল করা সম্ভব নয়।

অমিত শাহ দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশ মহাপরিচালকদের (ডিজিপি) উদ্দেশে বলেন, এনসিওআরডি পোর্টালের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলিকে যেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখা না হয়। বরং সিদ্ধান্তগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন, নিয়মিত পর্যালোচনা এবং ত্রুটিগুলির গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়নের মাধ্যমে এই বৈঠকগুলিকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে।

তিনি রিয়েল-টাইম তথ্য আদান-প্রদানের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) তথ্য বিনিময়ের জন্য একাধিক ডিজিটাল পোর্টাল তৈরি করেছে। রাজ্যগুলিকে তিনি অনুরোধ করেন, মাদক-সংক্রান্ত সমস্ত মামলার তথ্য সময়মতো ওই পোর্টালগুলিতে আপলোড করতে, যাতে কেন্দ্র সরকার নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশ দিতে পারে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাদক পাচারচক্র ক্রমাগত নিজেদের কৌশল বদলাচ্ছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজর এড়াতে নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করছে। ফলে এই চক্র ভাঙতে প্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক এবং সর্বাত্মক কৌশল গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।অমিত শাহ স্পষ্টভাবে জানান, অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে সরকারের নীতি হবে সম্পূর্ণ আপসহীন। তবে যারা মাদকাসক্তির শিকার, তাঁদের ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, এই ধরনের ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সরকারের মাদকবিরোধী অভিযানের সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে প্রায় ২৬ লক্ষ কিলোগ্রাম সিন্থেটিক মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ কিলোগ্রামে। তাঁর দাবি, এই পরিসংখ্যান সরকারের মাদকবিরোধী অভিযানের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রমাণ।তিনি আরও জানান, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাজেয়াপ্ত মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। অথচ ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে বাজেয়াপ্ত মাদকের মূল্য বেড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। তাঁর মতে, এই তথ্য অবৈধ মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অভিযানের ব্যাপকতা এবং সাফল্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

বক্তব্যের শেষে অমিত শাহ বলেন, মাদকমুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার, নিরাপত্তা সংস্থা এবং সমাজকে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি পুনরায় আশ্বাস দেন, অবৈধ মাদক ব্যবসাকে কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না এবং আগামী দিনে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য নিয়ম শিথিল করল কেন্দ্র, কমল মান্যতার বোঝা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন (আইএএনএস): খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য নিয়ন্ত্রক জটিলতা কমাতে এবং ব্যবসা পরিচালনা আরও সহজ করতে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান (লাইসেন্সিং ও নিবন্ধন) বিধি, ২০১১-তে সংশোধন এনেছে কেন্দ্র সরকার। শুক্রবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এই সংশোধিত নিয়মের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, উৎপাদন করে না এমন খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যেমন খুচরো বিক্রেতা ও অনুরূপ সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট নথি সংরক্ষণ এবং 'ফার্স ইন, ফার্স আউট' বা 'ফার্স এক্সপায়ারি, ফার্স আউট' পদ্ধতিতে মজুত ব্যবস্থাপনার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সব ধরনের খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই এই নিয়ম মেনে চলতে হতো। তবে সংশোধিত বিধিতে এই শর্ত শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য বহাল রাখা হয়েছে, কারণ খাদ্য নিরাপত্তা, গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং পণ্যের উৎস শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, এই পদক্ষেপে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাদ্য ব্যবসায়ীদের ওপর নিয়ন্ত্রক চাপ অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নজরদারি আগের মতোই বজায় থাকবে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ আরও সহজ করা এবং ঝুঁকিভিত্তিক ও ফলাফলমুখী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৃহত্তর সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্থায়ী লাইসেন্স ও নিবন্ধনের ব্যবস্থা, টার্নওভারের সীমা সংশোধন, পথের খাবার বিক্রেতাদের জন্য দ্বৈত নিয়মের অবসান এবং ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা।

মন্ত্রকের দাবি, রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং খাদ্য শিল্পের বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেই এই সংশোধন চূড়ান্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, নীতি আয়োগ গঠিত উচ্চপর্যায়ের অ-আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্কার কমিটির সুপারিশও এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক নীতি, অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ এবং ব্যবসাবান্ধব নিয়মের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সভাপতি সুভাষ লাম্বার। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

দেশ-বিদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ১০,৪৩৫ সরাসরি ইন্টারভিউ খোয়াইতে ৩০ জুন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ , আগরতলার ব্যবস্থাপনায় একটি রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ-এর আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের, বহিঃরাজ্যের এমন কি বিদেশের একাধিক কোম্পানিতেবিশেষ করে ১৫টি পৃথকপৃথক কর্পোরেট সেক্টরের ডিভিশনে ওয়ারম্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেনি, মেশিন অপারেটর ইত্যাদি পদে সরাসরি ইন্টারভিউ বা 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। আইটিআই, খোয়াইতে হবে এই সরাসরি ইন্টারভিউপ্রক্রিয়া। মোটশূন্যপদ ঃ ১০,৪৩৫টি। নিয়োগপ্রক্রিয়ারসময়শূন্যপদের সংখ্যাটা আরও বাড়াতে পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই, ৩০ জুন, আই.টি.আই, খোয়াইতে সরাসরি 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ' বা জব ফেয়ারের মাধ্যমে সরাসরি ইন্টারভিউ ৩০ জুন।

বিস্তারিত খবর হলো — ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, খোয়াই-এর ব্যবস্থাপনায় আগামী ৩০ জুন, আই.টি.আই, খোয়াইতে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বেসরকারি ক্ষেত্রে রাজ্য, বহিঃরাজ্য, এমন কি বিদেশের ১৫টি কর্পোরেট সেক্টর ডিভিশনে চাকরির জন্য 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ' অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগদানের জন্য চাকুরি প্রত্যাশীরা সরাসরি ইন্টারভিউতে সামিল হবেন, বায়োডেটার সঙ্গে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই জব ফেয়ার বা সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য আগের থেকে কোনও আবেদনপত্র জমা করতে হবে না। ইচ্ছুক প্রার্থীরা নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ৩০ জুন আই.টি.আই, খোয়াইতে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সরাসরি ইন্টারভিউতে অংশ নিতে পারেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতারপ্রমাণপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা পি. আর.টি.সি., এন.সি.এস. কার্ড, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ডকুমেন্ট, ফটোকপি সহ, দুই কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের কালার ফটো সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা থেকেও বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। যেসব প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা থেকে নিশ্চিতভাবে জানারপর যেন কাজে যোগদান করেন। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে যে-কোনও কেউপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকবে না। অনলাইনে, অফলাইনে বা ডাকযোগে কোনওভাবেই আগে থেকে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। সরাসরি বা ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও জেরক্স সহ অরিজিনাল সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে একটি বায়োডেটা বা সিভি সঙ্গে রাখবেন। এছাড়া, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানো এমন কি প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'-এ শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ নিয়োগ হবে আল্টা ম্যানপাওয়ার কনসালটেন্সি এলএলপি গ্রুপ-এর অধীনে। পদের নাম কনস্ট্রাকশন, ম্যানুফেকচারিং টেকনিক্যাল অপারেশন, মেন্টেন্যান্স। শূন্যপদ ৫০০টি। মূল মাইনে ৫০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। অভিজ্ঞতা থাকলে অরাধিকার পাবেন। বয়স ১৮-৩৫ বছর। কর্মস্থল - এশিয়া, ইউরেপে। ক্রমিক নং (২) ঃ নিয়োগ হবে কোয়েশকর্প লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম ওয়ারম্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেনি। শূন্যপদ ৫০০০টি। মূল মাইনে ১০,০০০-২৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ১৮-৩৫ বছর। কর্মস্থল- বহিঃরাজ্যে বিশেষ করে ব্যাঙ্গালুরু, পুনে, হায়দ্রাবাদসহ বিভিন্ন শহরে। ক্রমিক নং (৩) ঃ নিয়োগ হবে মাস্ এইচ.আর সলিউশন-এর অধীনে। পদের নাম অ্যাসিস্ট্যান্ট মেশিন অপারেটর। শূন্যপদ ৩০০টি। মূল মাইনে ১৬,০০০ - ২০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু। আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ১৯-৩৮ বছর। কর্মস্থল বহিঃরাজ্যে। এধরনের আরও ১২টি প্রাইভেট সেক্টরে নিয়োগের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে। নিয়োগপ্রক্রিয়ায় থাকবে সরাসরিইন্টারভিউ। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটও দেখে নিতে পারেন।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ৫৫০ অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৫৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ নিউ ইন্ডিয়া এ.সি.এল-এ এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুলাই। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র-আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই এ সি বা নিউ ইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্সে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৬-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/ এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সম্পন্ন, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে মুক্ত সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৫৫০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ৬৯টি, এসটিদের জন্য ৩২টি, ওবিসিদের জন্য ১১৪টি ইডব্লুএস প্রার্থীদের জন্য ৪৩টি এবং অসংরক্ষিত ১৯৭টি। এরমধ্যে আবার ৪৩টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি /শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদেরনম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৬ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৬ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজেরসই, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এক্ষেত্রে রঙ্গিন ফটোর স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৪০ বাই ৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফরম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত এক্সবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার সব ঠিক কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পুরন করে [illegible] অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানো এমন কি প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, [illegible] খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্তের সংস্করণ প্রিন্ট পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। একক্ষেত্রে, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর অধিক উপায় রয়েছে। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। [illegible] (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরির হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে ইকলেটার মাধ্যমে। পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ দিয়ে ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ক্লার্ক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (সাধারণ প্রশাসন, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বি.কম, এম.কম পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাফাই সেবক, মালি, গ্রুপ-ডি স্টাফ (হাই কোর্ট, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেল্পার, ট্রেনি জুনিয়র অফিসার, অ্যাসোসিয়েট অফিসার (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টিচিং ফ্যাকাল্টি (ই.এস.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ১১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.ডি, এম.এস পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ওয়ারম্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেনি, মেশিন অপারেটর ইত্যাদি (প্রাইভেট সেক্টর, ত্রিপুরা, বহিঃরাজ্যে এবং বিদেশে)**
শূন্যপদ ঃ ১০,৪৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই,
৩০ জুন, আই.টি.আই খোয়াই-তে সরাসরি ইন্টারভিউতে দরখাস্ত জমা দিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **সিভিল পুলিশ কনস্টেবল (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই,
বহিঃরাজ্যে ২ আগস্টে লিখিত পরীক্ষা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৫৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র টেলিকম অফিসার (বিএসএনএল),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, আগস্টে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাফ্টসম্যান (বিআরও),**
শূন্যপদ ঃ ৮৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এন.আই.এ.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থায় প্রচুর নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা তথা বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনে মাল্টিস্কিল ওয়ার্কার, স্টোরকীপার, ড্রাফ্টস্ম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান, ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৪ জুলাই, (ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য কিছু দিন অতিরিক্ত থাকে), স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সীমান্ত সড়ক সংস্থা তথা বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনে মাল্টিস্কিল ওয়ার্কার, স্টোরকীপার, ড্রাফ্টস্ম্যান পদে ৬২৭ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবে কেন্দ্রীয় সীমান্ত সড়ক সংস্থা তথা বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-০৬-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'রিক্রুটমেন্ট বা ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে।

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৮৯৯টি। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ০১-০৬-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। মূল মাইনে অর্থাৎ মাসিক বেতন সহ বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। প্রার্থিবাছাই হবে ট্রেড টেস্ট, স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিতপরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অফলাইনে অর্থাৎ ডাকযোগে। তবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ডাউনলোড করা ফরম্যাট অনুযায়ী দরখাস্ত পূরণ করে পাঠাতে হবে। পৌছুতে হবে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ কিছু দিন অতিরিক্ত রাখা হয়েছে। স্কিল টেস্ট বা ট্রেড টেস্টের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। অনলাইনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, দরখাস্ত পাটানোর কৌশল, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

উল্লেখ্য, শূন্যপদগুলি হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - ড্রাফ্টস্ম্যান, শূন্যপদের সংখ্যা ৪২টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৪টি, এসসি'র জন্য ৫টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ১০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - হিন্দি টাইপিস্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ১০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি, এসসি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - স্টোর কিপার টেকনিক্যাল, শূন্যপদের সংখ্যা ৩০০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫১টি, এসসি'র জন্য ৪৩টি, এসটি'র জন্য ২২টি, ওবিসি'র জন্য ৭৭টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - অপারেটর কমিউনিকেশন, শূন্যপদের সংখ্যা ২৬১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১৪টি, এসসি'র জন্য ৪১টি, এসটি'র জন্য ১৮টি, ওবিসি'র জন্য ৮৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - অপারেটর এক্সকাভেটিং মেশিনারি, শূন্যপদের সংখ্যা ২০৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৫টি, এসসি'র জন্য ২০টি, এসটি'র জন্য ১৫টি, ওবিসি'র জন্য ৩৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম - ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ৭৯টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৮টি, এসসি'র জন্য ১০টি, এসটি'র জন্য ৯টি, ওবিসি'র জন্য ১৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরি যোগ্যতা ও দক্ষতা, বয়স, বেতনক্রম, ফরম্যাট, দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল বিস্তারিত দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এইমস-এ **এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের সাধারণ প্রশাসনে **জুনিয়র ক্লার্ক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বি.কম, এম.কম পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে একাধিক উচ্চ আদালতে **সাফাই সেবক, মালি, গ্রুপ-ডি স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেল্পার, ট্রেনি জুনিয়র অফিসার, অ্যাসোসিয়েট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ই.এস.আই.সি-তে **টিচিং ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.ডি, এম.এস পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরায়, বহিঃরাজ্যে এবং বিদেশে **ওয়ারম্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেনি, মেশিন অপারেটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০,৪৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই, ৩০ জুন, আইটিআই, খোয়াইতে সরাসরি ইন্টারভিউতে দরখাস্ত জমা দিতে হবে। * বহিঃরাজ্যে **সিভিল পুলিশ কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই, বহিঃরাজ্যে ২ আগস্টে লিখিত পরীক্ষা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সায়েন্টিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৫৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* বিএসএনএল-এ **জুনিয়র টেলিকম অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, আগস্টে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বিআরও-তে **ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাফ্টসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * এন.আই.এ.সি.এল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কলকাতায় গুদাম ধস: উদ্ধারকাজে যোগ দিল পূর্ব রেলের ৭০ সদস্যের বিশেষ দল, অত্যাধুনিক সরঞ্জামে চলছে অভিযান

কলকাতা, ২৬ জুন (আইএএনএস) : কলকাতার তারাতলায় গুদাম ধসের ঘটনায় উদ্ধারকাজে এবার সক্রিয়ভাবে যোগ দিল পূর্ব রেল (ইস্টার্ন রেলওয়ে)। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত ১৮ জন বর্তমানে রাজ্য পরিচালিত এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), কলকাতা পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থা যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। এবার সেই অভিযানে জনবল ও বিশেষ সরঞ্জাম নিয়ে শামিল হয়েছে পূর্ব রেলও। হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশন এবং লিলুয়া ওয়ার্কশপের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ উদ্ধারকাজে নামেন। কংক্রিটের স্তম্ভ এবং ইস্পাতের মোচড়ানো বিম কেটে ধ্বংসস্তূপের ভিতরে এখনও কেউ আটকে আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে ব্যবহার করা হচ্ছে কোল্ড কাটার-সহ একাধিক অত্যাধুনিক যন্ত্র।

উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত কোল্ড কাটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই যন্ত্র দিয়ে কাটার সময় খুব কম বা একেবারেই তাপ উৎপন্ন হয় না। ফলে ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা ব্যক্তিদের কোনও অতিরিক্ত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। রেল দুর্ঘটনায় উল্টে যাওয়া কোচ কেটে যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করতেও এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব রেলের এক মুখপাত্র জানান, ৭০ সদস্যের রেলের বিশেষ উদ্ধারকারী দল সময়ের সঙ্গে লড়াই করছে। তাঁদের হাতে রয়েছে ১০টি অক্সি-কাটার সেট, ছয়টি অ্যাব্রেসিভ কাটার এবং তিনটি প্লাজমা কাটিং ইউনিট-সহ অত্যাধুনিক সরঞ্জাম। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া প্রত্যেককে উদ্ধার করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। উদ্ধারকর্মীদের কথায়, এই অভিযান এখন তাঁদের কাছে শুধুমাত্র দায়িত্ব নয়, একপ্রকার মিশনে পরিণত হয়েছে। শেষ ব্যক্তি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত, তাঁর অবস্থা যেমনই হোক না কেন, অভিযান চলবে।

এদিকে, ধ্বংসস্তূপের নীচে জীবিত কারও অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে এনডিআরএফ স্নিফার ডগ এবং ইনফ্রা-রেড প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অন্যদিকে সেনাবাহিনী গ্রাউন্ড-পেনিট্রেটিং রাডারের সাহায্যে ধ্বংসস্তূপের নীচে সম্ভাব্য জীবনের সন্ধান চালাচ্ছে।জানা গিয়েছে, ভেঙে পড়া গুদামটি তারাতলার কাছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর (এসএমপি), কলকাতার মালিকানাধীন জমিতে একটি বেসরকারি সংস্থা নির্মাণ করছিল। ২০২৪ সালে সংস্থাটি ৩৫ বছরের জন্য জমিটি লিজ নিয়েছিল।

ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ পরিকল্পনায় অনুমোদন দেওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ত্রাণ পাঠাল ভারত

● প্রথম পাতার পর

বিদেশমন্ত্রী ইভান গিল জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সহায়তা সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং প্রতিবেশী দেশ-সহ অন্তত এক ডজন দেশ ভেনেজুয়েলার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্লোস আলভারাদো জানান, দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২৩৫ জনকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে অথবা হাসপাতালে পৌঁছানোর পর তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লা গুয়াইরা-সহ উত্তরাঞ্চলে অতিরিক্ত উদ্ধারকারী দল, সেনাবাহিনী এবং চিকিৎসক মোতায়েন করা হয়েছে।এদিকে, ভারত, চীন, ব্রাজিল-সহ একাধিক দেশ ভেনেজুয়েলাকে মানবিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করা এবং ত্রাণ পৌঁছে দিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমন্বয়ও শুরু হয়েছে।

এদিকে, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলার পাশে দাঁড়াতে ভারত 'অপারেশন অমিস্তাদ' শুরু করেছে। শুক্রবার ভারতীয় বায়ুসেনার (আইএএফ) দুটি সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান একটি ভারতীয় সেনা ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ৩৫ টনেরও বেশি ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এই অভিযানের ঘোষণা দিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেন, "অপারেশন অমিস্তাদ শুরু হয়েছে। আজ দুটি আইএএফ সি-১৭ বিমান ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্প-পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য জরুরি সাহায্য নিয়ে রওনা দিয়েছে। এই সহায়তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সেনার একটি ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ৩৫ টনেরও বেশি ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং দুটি 'ভীষ্ম কিউব'। এই কঠিন সময়ে ভেনেজুয়েলার সরকার ও জনগণের পাশে থাকতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

'ভীষ্ম কিউব' একটি অত্যাধুনিক, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত, দ্রুত মোতায়েনযোগ্য মডুলার চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা বিশেষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবিক সংকট মোকাবিলার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

একাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসা মডিউল নিয়ে গঠিত এই ব্যবস্থা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ফিল্ড হাসপাতালে রূপান্তর করা যায়। এতে উন্নত ট্রমা চিকিৎসা, জরুরি অস্ত্রোপচার, নিবিড় পরিচর্যা (আইসিইউ) এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে প্রায় ২০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব। এতে রয়েছে বহনযোগ্য ভেন্টিলেটর, রোগী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, ডায়াগনস্টিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অক্সিজেন সহায়তা।

এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছিল, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বিশেষায়িত চিকিৎসক দল ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, ৬০ প্যারা ফিল্ড হাসপাতালের চিকিৎসক দল ২৬ জুন দুপুরে হিন্ডন এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি বিমানে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

এই অভিযানে ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনার সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান। ভারত ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে আকাশপথের দূরত্ব প্রায় ১৪, ৩০০ কিলোমিটার। গ্লোবমাস্টারের একটানা উড়ান সক্ষমতা প্রায় ৪, ৪০০ কিলোমিটার হওয়ায় পথে একাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ দেশে অবতরণ করে জ্বালানি ভরতে হবে বলে সূত্রের খবর।

৪১ সদস্যের এই মেডিক্যাল কনটিনজেন্টে রয়েছেন ৯ জন চিকিৎসক। দলটি জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা ব্যবস্থাপনা, জীবনরক্ষাকারী অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সক্ষম। তারা প্রায় ছয় টন চিকিৎসা সামগ্রী এবং বিদেশ মন্ত্রকের সরবরাহ করা মানবিক ত্রাণসামগ্রীও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া শতাধিক মানুষকে উদ্ধারে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ভেনেজুয়েলা। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২৩৫-এ পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ এবং উদ্ধারকাজ চলায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার মাত্র ৪০ সেকেন্ডের ব্যবধানে ৭.২ ও ৭.৫ মাত্রার দুটি শক্তিশালী অগভীর ভূমিকম্প আঘাত হানে। গত এক শতাব্দীর মধ্যে এটি ভেনেজুয়েলায় সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পগুলির একটি এবং কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী। পরপর আফটারশকের কারণে আরও ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এই ভূমিকম্পে ভেনেজুয়েলার মধ্য উপকূলীয় অঞ্চল এবং রাজধানী কারাকাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু ভবন ধসে পড়েছে, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে এবং চলমান আফটারশকের কারণে নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এই কঠিন সময়ে ভারতের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে দেশ প্রস্তুত।

কর্মবিরতি

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিকদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের বক্তব্য, দীপেন বণিকের বদলি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তাঁকে বর্তমান দায়িত্বেই বহাল রাখতে হবে। বদলির নির্দেশ স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং সমস্ত শ্রমিক ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মবিরতি পালন করবেন।

শুক্রবার সকালে নির্ভয়পুর শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণ মিত্র ও সম্পাদক রঞ্জিত দাস জানান, আমাদের একটাই দাবিদীপেন বণিকের বদলির নির্দেশ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এই নির্দেশ প্রত্যাহার বা স্থগিত না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত অফিসের মূল ফটকের তালা খোলা হবে না এবং আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

এদিকে, শ্রমিকদের এই আন্দোলনের ফলে রাবার বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

এই মর্মান্তিক বিস্ফোরণের শিকার হন বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দুপুরে রামনগরের ওই বহুতল আবাসনে আকস্মিক বিস্ফোরণের বিকট শব্দে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ভবনের অন্তত ১২ থেকে ১৩টি ফ্ল্যাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই ঘটনায় শুভ্রজিৎ চৌধুরী ছাড়াও আরও একজন গুরুতর আহত হন, যিনি এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা ঘটনাটির কারণ খতিয়ে দেখছে। বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা বিরাজ করছে।

এদিকে, রামনগর আবাসনে বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যুর পর ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ত্রিপুরা সরকার।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিবকে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন দমকল ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের অধিকর্তা, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার এবং পূর্ত দপ্তরের (ভবন) মুখ্য বাস্তুকার। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, কমিটিকে আগামী সাত দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

অপরদিকে, আগরতলার রামনগর এলাকার একটি বহুতল আবাসনে সংঘটিত ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে টিএনজিসিএল -এর গাফিলতির ইঙ্গিত মিলেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। শুক্রবার দুপুরে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত বহুতল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক। বিস্ফোরণের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারানো শুভ্রজিৎ চৌধুরীর মৃত্যুতে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাসও দেন।

প্রাথমিক তদন্তের তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংশ্লিষ্ট বহুতলে গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তদন্তে জানা গেছে, একটি স্থানে গ্যাসের পাইপ খোলা অবস্থায় ছিল। তাঁর দাবি, শুভ্রজিৎ চৌধুরী ধূপকাঠি জ্বালানোর সময় সেই গ্যাসে আগুন লেগে বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে তাঁর শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে পাঠানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। তবে চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। কার গাফিলতিতে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে। প্রাথমিকভাবে টিএনজিসিএল-এর অবহেলার বিষয়টি সামনে এলেও চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়াও বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত বহুতলের বাসিন্দাদের এবং মৃত শুভ্রজিৎ চৌধুরীর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রামনগর এলাকায় বিপুল সংখ্যক বহুতল আবাসন গড়ে ওঠার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রামনগর এলাকায় সবচেয়ে বেশি ফ্ল্যাট রয়েছে। তাই এই এলাকায় ফ্ল্যাট নির্মাণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়টি রাজ্য সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে বহুতল নির্মাণ, গ্যাস সংযোগ এবং বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। পাশাপাশি এই বিস্ফোরণের ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হবে, যাতে প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দুপুরে রামনগরের একটি বহুতল আবাসনে আকস্মিক বিস্ফোরণে বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় শুভ্রজিৎ চৌধুরী গুরুতর দগ্ধ হন এবং পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আরও একজন আহত ব্যক্তি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বহুতল পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, প্রশাসনের ঊর্ধতন আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।

তচ্ছরুপ মামলায়

● প্রথম পাতার পর

ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অভিযোগ।জিজ্ঞাসাবাদের সময় কয়েকজন অভিযুক্ত আরও কিছু বর্তমান ব্যাংক আধিকারিকের নামও তদন্তকারীদের জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ, তাঁরাও অনুদানের অর্থ আত্মসাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাম মন্দিরের অনুদানের নগদ অর্থ গণনা ও প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব ছিল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই)। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, ব্যাংকের নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় কোনও কারচুপি করে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে কি না। প্রমাণ মিললে আরও কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের ইঙ্গিত।পুলিশের অনুমান, গত দুই থেকে তিন বছর ধরে এই চক্র সক্রিয় ছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, নগদ অর্থের বান্ডিল প্রথমে মন্দির চত্বরে শৌচাগারের ভিতরে লুকিয়ে রাখা হত। পরে রাতের অন্ধকারে সেগুলি বাইরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে ভাগ করে চক্রের সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হত বলে অভিযোগ।পুরো ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ, আর্থিক লেনদেনের নথি এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করছেন উল্লেখ্য, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের অনুরোধে উত্তরপ্রদেশ সরকার গত ১৪ জুন তিন সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করে। ওই এসআইটির প্রাথমিক রিপোর্টে অনুদান ব্যবস্থাপনায় একাধিক অনিয়মের কথা উঠে আসার পরই এফআইআর দায়ের এবং পরবর্তী গ্রেফতারির প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ঘনিষ্ঠ অমন

● প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তার করে।পুলিশ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

চড়িলামে

● প্রথম পাতার পর

কর্তৃপক্ষকে বারবার জানালেও, সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় নিত্য কষ্ট থেকে অব্যাহতি মেলেনি। শ্মশানও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রবেশপথের অভাবে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে জানায় কিছু পরিবার।

স্থানীয় সমাজকর্মী ও শহরতলীর সাংবাদিকদের অভিযোগ করেছেন যেস্বাস্থ্যসেবা ও শেষকৃত্য সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকা সত্ত্বেও চড়িলাম ব্লকের এই অংশে পর্যাপ্ত নজর দেয়া হয়নি। তারা দাবি করেছেন দ্রুত ব্রিজ বা সাঁকো নির্মাণ, শ্মশানের প্রবেশপথ সংস্কার এবং জরুরি পরিবহনের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।গ্রামের এক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, "মরেও যদি শান্তি না থাকেএ কী উন্নয়ন?" তাঁর বক্তব্য অনেকের কণ্ঠেই ছাপ ফেলেছে। এলাকাবাসী আশা করছে প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সমস্যা নিরসন করুক।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে একটি তার ছাড়া আর তেমন কিছু উদ্ধার হয়নি। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাতে নিয়মিত পুলিশ টহল থাকলে এ ধরনের রহস্যজনক ঘটনা ঘটত না। পুলিশের টহলদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ছেলের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ তোলেন। মৃতার আত্মীয়স্বজনেরও অভিযোগ, এই মৃত্যুর পেছনে ছেলেরই হাত রয়েছে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ছাদ ধসে মৃত বেড়ে ১৫

কলকাতা, ২৬ জুন (আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ একটি গুদামের ছাদ ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫-তে পৌঁছেছে। শুক্রবার কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

মৃত সর্বশেষ শ্রমিকের নাম মান্নু কুমার (১৯)। তিনি বিহারের মুঙ্গের জেলার বাসিন্দা। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার এসএসকেএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।কলকাতা পুলিশের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, মৃত ১৫ জনের মধ্যে ১৩ জনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে। বাকি দু"জন পুরুষের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃতদের সকলেই পুরুষ।এদিকে, এসএসকেএম হাসপাতালে এখনও ১৮ জন আহতের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন পুরুষ এবং একজন মহিলা। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে দু"জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।ঘটনার তদন্তে গঠিত কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-এর প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ঢালাই পদ্ধতি অনুসরণের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।পুলিশ আরও জায়িছে, দুর্ঘটনার সময় নির্মীয়মাণ গুদামে ঠিক কতজন শ্রমিক কাজ করছিলেন, তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ, গুদাম কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপস্থিতির কোনও নথি বা রেজিস্টার সংরক্ষণ করেনি। ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও কেউআটকেআছেন কিনা, সে বিষয়েও সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।এদিকে, বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, ওই গুদাম নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র এবং রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

ভারত সরকার
রাসায়নিক ও সার মন্ত্রণালয়
রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল বিভাগ

রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল বিভাগ, পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল-১২ (৭৮,৮০০ টাকা - ২,০৯, ২০০ টাকা)- তে যুগ্ম শিল্প উপদেষ্টা পদে আরও একটি শূন্য পদের জন্য মিশ্র পদ্ধতিতে (স্বল্পমেয়াদী চুক্তি এবং পদোন্নতি সহ) আবেদনপত্র আহ্বান করছে।
বিস্তারিত বিজ্ঞাপনটি https://chemicals.gov.in/recruitments ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। আগ্রহী প্রার্থীরা এমপ্লয়মেন্ট নিউজ-এ এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরম্যাটে যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাদের আবেদনপত্র পাঠাতে পারেন:

উপসচিব (প্রশাসন)
রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল বিভাগ,
কক্ষ নং ২৩০৪৯, কর্ম কক্ষ, কর্তব্য ভবন-০২,
ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১

CBC 02101/11/0002/2627

অন্ধ্রপ্রদেশে পৃথক তিন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮, আহত ১৫

অমরাবতী, ২৬ জুন (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পালনাড়ু জেলার মাচেরলা নগরবনম এলাকার কাছে। একটি মাল্টি-ইউটিলিটি ভেহিকল (এমইউভি) রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয় এবং আরও ৯ জন আহত হন। আহতদের মাচেরলা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে চালক-সহ মোট ১৩ জন ছিলেন। তাঁরা সবাই হায়দরাবাদের একই পরিবারের সদস্য এবং এক আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে পামুরুর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। নিহতদের নাম কাদিরি ভেঙ্কটেশ্বরলু, কাদিরি শারদা, পিডুগু শারদা এবং সত্যনারায়ণ।

মাচেরলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অতিরিক্ত গতি বা চালকের তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, আন্নামাইয়া জেলায় একটি গাড়ি ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। তাঁরা একটি স্থানীয় উৎসব থেকে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন। নিহতদের নাম মুবারক, মেহরিন বি এবং ওয়াহিদ। আহতদের স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, অনন্তপুর জেলার উরাভাকোন্ডা মণ্ডলের বুদাগাভি এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি গ্রানাইটবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় এবং তাতে আগুন ধরে যায়। লরির চালক কেবিনে আটকে পড়ে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। তবে লরির সহকারী প্রাণে বেঁচে যান।এছাড়া, হায়দরাবাদের কোন্ডাপুর এলাকার এএমবি ফ্লাইওভারে উল্টো দিক থেকে আসা একটি স্কুটি ও একটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে স্কুটিতে থাকা দুই আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের নাম শ্রীকান্ত ও বিঠল। মোটরবাইক আরোহী সামান্য আহত হয়েছেন।

হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল বাড়ছে, যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ৫৭ শতাংশে পৌঁছেছে: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন (আইএএনএস) : যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের পর হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। শুক্রবার প্রকাশিত এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একদিনে ৭৮টি জাহাজ হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে, যা যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের দৈনিক জাহাজ চলাচলের প্রায় ৫৭ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওমান এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও)-র উদ্যোগে ওমান উপকূলঘেঁষা নতুন নিরাপদ নৌপথ চালু হওয়ার পর থেকেই জাহাজ চলাচল বাড়তে শুরু করেছে।

ওই দিন চলাচলকারী ৭৮টি জাহাজের মধ্যে ৩৩টি বা ৪০ শতাংশেরও বেশি নতুন নিরাপদ রুট ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে ২৫টি জাহাজ উপসাগর থেকে বাইরে গেছে। অন্যদিকে, কিছু জাহাজ ইরানের আঞ্চলিক জলসীমার কাছাকাছি দিয়ে চলাচল করেছে এবং ৮টি জাহাজ ট্র্যাকিং সিস্টেম বন্ধ রেখে প্রণালী অতিক্রম করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের মতে, উপসাগরে আটকে পড়া বেশিরভাগ বহির্গামী জাহাজ এখন বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। পাশাপাশি, সম্প্রতি উপসাগরে প্রবেশ করা কিছু জাহাজও ফিরে যাচ্ছে, যা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নৌ-চলাচল পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সেদিন মোট চলাচলকারী জাহাজের মধ্যে ছিল ২২টি তেল ও রাসায়নিকবাহী ট্যাঙ্কার, ২১টি বাল্ক ক্যারিয়ার, ১২টি কার্গো জাহাজ, ৭টি কনটেইনারবাহী জাহাজ, ৪টি এলপিজি ট্যাঙ্কার এবং ২টি এলএনজি ট্যাঙ্কার।

এদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামও কমেছে। সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ কমে আসায় এবং হরমুজ প্রণালীতে পরিস্থিতির উন্নতির ফলে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ১.৫১ ডলার বা প্রায় ২ শতাংশ কমে ৭৩.৭৫ ডলারে নেমেছে। একইভাবে, মার্কিন ডব্লিউটিআই ক্রুডের দামও ব্যারেলপ্রতি ১.৫০ ডলার বা প্রায় ২ শতাংশ কমে ৭০.৪২ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

কেতন আগরওয়াল হত্যা: 'শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রতিহিংসার মানসিকতা কেন বাড়ছে, আত্মসমালোচনার সময় এসেছে', বললেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীস

পুনে, ২৬ জুন (আইএএনএস): পুনের লোহাগড় দুর্গে কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষিত ও ভালো পরিবারের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে কেন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও বিকৃত মানসিকতা তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে সমাজের আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন।

শুক্রবার পুনে সফরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বোধগম্যতার বাইরে একটি ঘটনা। সমাজ হিসেবে আমাদের ভাবতে হবে, কেন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও বিকৃত মানসিকতা তৈরি হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "এটি শুধু একটি অপরাধ নয়, একটি সামাজিক সমস্যাও। সমাজকে এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রতিহিংসার মনোভাব ও বিকৃত চিন্তাভাবনা তৈরি না হয়। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং সমাজের বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো।"

এদিন কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়াল পুনেতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মামলাটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে বিচার করার দাবি জানান। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির আবেদনও করেন।

এদিকে, অভিযুক্ত সিয়া গোয়ালের আইনজীবী অশুতোষ শ্রীবাস্তব জানান, সিয়া নিজেই তাঁর পক্ষে 'ভাকালতনামা'তে স্বাক্ষর করেছেন এবং শীঘ্রই তা আদালতে জমা দেওয়া হবে।

সিয়ার পরিবারের বিষয়ে তিনি বলেন, "এখনও পরিবারের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। তাঁর বাবা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে চাই না। প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা সিয়ার কাছ থেকেই পেয়েছি।"

আইনজীবীর দাবি, সিয়া তদন্তে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

এদিকে, তদন্তের স্বার্থে পুনে গ্রামীণ পুলিশ লোহাগড় দুর্গে ঘটনাস্থলের পুনর্নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তদন্তকারীদের আশা, এর মাধ্যমে ঘটনার ধারাবাহিকতা পুনর্গঠন এবং অভিযুক্তদের বয়ানের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে।

মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার হবে যুব সমাজকে রক্ষা করাই লক্ষ্য: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২৬ জুন (আইএএনএস): মাদকাসক্তি ও অবৈধ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অসম সরকার ভবিষ্যতেও নিরলস অভিযান চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাদকাসক্তি ও অবৈধ মাদক পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে তিনি এই বার্তা দেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ আন্তর্জাতিক মাদকাসক্তি ও অবৈধ মাদক পাচার বিরোধী দিবস। এই বিষয়টিকে আমাদের সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং মাদকের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।'তিনি বলেন, মাদক সমাজের জন্য এক বড় অভিশাপ এবং যুব সমাজকে এই ধ্বংসাত্মক নেশার কবল থেকে রক্ষা করা সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। 'আমরা আমাদের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে এবং তাদের এই সামাজিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,' বলেন মুখ্যমন্ত্রী।গত কয়েক বছরে অসম সরকার মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। রাজ্যজুড়ে নিয়মিত অভিযানে শতাধিক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ হেরোইন, মেথামফেটামিন ট্যাবলেট, গাঁজা এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে অসম পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা।রাজ্য সরকারের মতে, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে অসমের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে "গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল" অঞ্চল থেকে পরিচালিত আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের ঝুঁকি বেশি। সেই কারণে মাদকের বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করেছে সরকার। কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।প্রতি বছর ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকাসক্তি ও অবৈধ মাদক পাচার বিরোধী দিবস পালিত হয়। এর উদ্দেশ্য মাদকের অপব্যবহার রোধে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা জোরদার করা, পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে তিন দিনব্যাপী চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যম বিষয়ক কর্মশালার সূচনা

আগরতলা, ২৬ জুন: নীলকণ্ঠ সোসাইটি কালচারাল অর্গানাইজেশন এবং কলকাতা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে তিন দিনব্যাপী চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও গণমাধ্যম বিষয়ক একটি কর্মশালার সূচনা হয়েছে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সানিত দেবরায়সহ আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তারা। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণমূলক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালায় চলচ্চিত্র নির্মাণ, টেলিভিশন প্রযোজনা, গণমাধ্যমের বিভিন্ন দিক এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়াই এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকরা।

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন প্রজন্মের আগ্রহী শিক্ষার্থী, সংস্কৃতিকর্মী এবং গণমাধ্যমে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুকদের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে ভূষিত দিলীপ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ২৬ জুন: ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাব (টিএসজেসি)-এর উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখা ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের সম্মানিত করা হয়।

এবারের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন ও প্রবীণ বডিবিল্ডার, ভারোত্তোলন ও জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার দীর্ঘদিনের সম্পাদক এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ ভট্টাচার্য-কে।

এছাড়াও ছয়টি ভিন্ন ক্রীড়া বিভাগে বর্ষসেরা খেলোয়াড় হিসেবে সম্মানিত করা হয় জিমন্যাস্টিক্সে শ্রেয়াংশী রায়, ফুটবলে পারভেজ ভূঁইয়া, ক্রিকেটে রিজু সাহা, জুডোতে রিকসন দেববর্মা, দাবায় শাক্য সিংহ মোদক এবং বডিবিল্ডিংয়ে ডা. বিশাল সিনহাকে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ, দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী, স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তীসহ ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, কোচ এবং ক্রীড়া সাংবাদিকরা।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও ক্রীড়া সংগঠকদের অবদানের প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনে ত্রিপুরার ক্রীড়াঙ্গনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের সম্মাননা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলায় শুরু হচ্ছে ‘লিভারকন-৯’, দেশের শীর্ষ লিভার বিশেষজ্ঞদের মিলনমেলা

আগরতলা, ২৬ জুন: দেশের প্রখ্যাত লিভার রোগ বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে আগামী ২৭ ও ২৮ জুন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি)-এর কেএলএস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে লিভার রোগ চিকিৎসা বিষয়ক জাতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ‘লিভারকন-৯’। সম্মেলনের আয়োজন করেছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ২৭ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায়। উদ্বোধন করবেন দেশের বিশিষ্ট লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ এবং পিজিআই চণ্ডীগড়ের প্রাক্তন পরিচালক, পদ্মশ্রী ডা. ওয়াই. কে. চাওলা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গীত্যে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকবেন এনএইচএম-এর মিশন ডিরেক্টর সাজু বাহীদ এ., এজিএমসি-র অধ্যক্ষ ডা. তপন মজুমদার এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অরিন্দম দত্ত।

সম্মেলনের বৈজ্ঞানিক অধিবেশন শুরু হবে ২৭ জুন সকাল ৯টা থেকে। দুই দিনে মোট ১৩টি বৈজ্ঞানিক সেশনে লিভারের ৩৫টি জটিল রোগের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবেন দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে আগত ২৫ জন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ।

সম্মেলনে ফ্যাকাল্টি হিসেবে অংশ নেবেন পদ্মশ্রী ডা. এস. কে. সেরিন, পদ্মশ্রী ডা. ওয়াই. কে. চাওলা, ডা. মহেশ গোয়েঙ্কা, ডা. এস. পি. মিশ্র, ডা. অ্যালেন কুমারন কে., ডা. আকাশ রায়, ডা. জয় ভার্গিস, ডা. আকাশ শুক্লা, ডা. অমৃত শ্রীকান্ত, ডা. বেনীশেট্টি শান্তন, ডা. শান্তনু ব্যানার্জি, ডা. অজিত সিং ভাদোরিয়া, ডা. শুভব্রত গাঙ্গুলী, ডা. আশীস কুমার, ডা. ভাস্কর জ্যোতি বড়ুয়া, ডা. অমৃতাংশু বরকাকতিসহ একাধিক বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ।

এবারের লিভারকনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মেটাবলিক ডিসফাংশন অ্যাসোসিয়েটেড স্টিয়াটোটিক লিভার ডিজিজ, রিফ্র্যাক্টরি ভ্যারিসিয়াল ব্লিডের ব্যবস্থাপনা, লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসা, অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের প্রভাব, ক্রনিক লিভার ফেলিওর, লিভার প্রতিস্থাপন এবং লিভার সিরোসিস রোগীদের ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। এছাড়াও থাকছে মাস্টার ক্লাস, যেখানে মেডিকেল কলেজের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের কেস প্রেজেন্টেশন নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। নতুন সংযোজন হিসেবে রাখা হয়েছে কমিউনিটি হেপাটোলজি বিষয়ক বিশেষ সেশন, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীরা অংশগ্রহণ করবেন। এই সেশনে লিভার রোগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি, রোগ প্রতিরোধে সমাজের ভূমিকা, প্রতিরোধের উপায় এবং অন্যান্য রোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করবেন।

সম্মেলন থেকেই ত্রিপুরাকে হেপাটাইটিসমুক্ত করার লক্ষ্য সামনে রেখে ‘আগরতলা ডিক্লারেশন’ প্রকাশ করবে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা। আয়োজকদের দাবি, নবম লিভারকনে রাজ্যের প্রায় আড়াইশো চিকিৎসক অংশগ্রহণ করবেন।

কৈলাশহরে ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ ও প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

কৈলাশহর, ২৬ জুন: জেলা কৃষি দপ্তর এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কৈলাশহরের শ্রীরামপুরস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ হলে ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ ও প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষকদের মধ্যে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতির প্রসার এবং প্রাকৃতিক কৃষির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উন্নতমানের ফল, সবজি ও কৃষিপণ্যের প্রদর্শনীর পাশাপাশি কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সরকারি কৃষি সহায়তা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। কৃষকদের হাতে উন্নত মানের বীজের প্যাকেট, মাটি পরীক্ষার (সয়েল টেস্ট) শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও কৃষিকাজে যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করতে ১২ জন কৃষকের হাতে ১২টি ক্ষুদ্র ট্র্যাক্টর তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শম্পা দাস পাল, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ত্রিপুরা ফার্মার্স ক্লাবের জেলা কো-অর্ডিনেটর মিলন কুমার দে, জেলা কৃষি অধিকর্তা ড. দেবাশীষ পালসহ কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু কৃষক। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে প্রাকৃতিক কৃষির গুরুত্ব, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার ওপর জোর দেন। পাশাপাশি কৃষকদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিকাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ধর্মনগরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

ধর্মনগর, ২৬ জুন: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, সাহিত্যকর্ম ও দেশপ্রেমের আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর বিধানসভার বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রিপন চাকমা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দীপাল দাস, জেলা শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিসহ জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম, সমাজচেতনা, দেশপ্রেম এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে তাঁর অসামান্য অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, ”বন্দে মাতরম”-এর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন সাহিত্যিক নন, তিনি জাতীয় চেতনার অন্যতম পথপ্রদর্শক। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শ ও সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচনা পর্বের পাশাপাশি কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহিত্যপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সাহিত্য সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শেষে সাহিত্যসম্রাটের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আদর্শ ও সাহিত্যচর্চাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।

গোমতী জেলাভিত্তিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ জুন: যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ গোমতী জেলাভিত্তিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের১৮৮তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গোমতী জিলা পরিষদ, উদয়পুর পুর পরিষদ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় উদয়পুরের মাতঙ্গিনী হাজরা বিদ্যালয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নন্দদুলাল দেবনাথ এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ইনচার্জ সহ ছাত্রছাত্রী ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা জেলা সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য পার্থ সারথি দাস।

নেশামুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা, বিলোনিয়ায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৬ শে জুন: নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে বিলোনিয়ার বিকেআই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, সহকারি পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার, বিলোনিয়া পুরপরিষদের পুরপিতা নিখিল চন্দ্র গোপ সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও জেলাশাসক যৌথভাবে বল কিক করে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর দক্ষিণ জেলা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ও রিস্টার্ট এফসি দলের মধ্যে শুরু হয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। শুরু থেকেই দুই দলের খেলোয়াড়রা আক্রমণাত্মক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফুটবল উপহার দেন। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ৪-১ গোলে রিস্টার্ট এফসিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলা শেষে অতিথিবৃন্দ দক্ষিণ জেলা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রিস্টার্ট এফসির হাতে রানার্স-আপ ট্রফি তুলে দেন।

খেলা পরিচালনা করেন জাতীয় রেফারি টিংকু দে,এইদিন অনুষ্ঠানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে একটি করে ফুটবল এবং ভলিবল তুলে দেওয়া। খেলাধুলার প্রসার, যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখা এবং সুস্থ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মাধ্যমে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি আগ্রহী করে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ধর্মনগরে সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ জুন: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাহিত্যসম্রাটের জীবন, কর্ম এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর বিধানসভার বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রিপন চাকমা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দীপাল দাস, জেলা শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিসহ জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপ্রেমী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

আলোচকরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম, দেশপ্রেম, সমাজচেতনা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অনন্য অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আয়োজকদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহিত্যপ্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোটা অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শান্তিরবাজারে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ, শান্তিরবাজার পৌরপরিষদ, বগাফা পঞ্চায়েত সমিতি ও বি.এ.সি. এবং জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতি ও বি.এ.সি.-এর যৌথ সহযোগিতায় শুক্রবার শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়ামে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

সকাল ১১টায় চারাগাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সাহিত্যকীর্তি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় তাঁর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা আজও সমাজকে দেশপ্রেম, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজাদ পি (আইএএস), শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক তরুণ কান্তি সরকার, শান্তিরবাজার পৌরপরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জেলা পরিষদের সদস্য সুমন দেবনাথ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক।

আলোচনায় অতিথিরা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি ”বন্দে মাতরম”-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং বাংলা সাহিত্য ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অনন্য অবদানের ওপর আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের (বিলোনীয়া) সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনুপম পালসহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলিতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধভাতার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার আর্জি অসহায় স্বামীহারা জনজাতি বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন: দীর্ঘদিন ধরে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন জাম্পুইজলা ব্লকের প্রমোদনগর এলাকার স্বামীহারা জনজাতি বৃদ্ধা শোভারানী দেববর্মা। এবার বৃদ্ধভাতার সুবিধা পাওয়ার আশায় রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, প্রায় ৩০ বছর আগে তাঁর স্বামী ক্ষুদিরাম দেববর্মার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে একাই অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করছেন শোভারানী দেববর্মা। সংসার চালানোর জন্য এখনও তাঁকে বন থেকে বাঁশের করুল সংগ্রহ করে বিক্রি করতে হয়।

সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের দুর্দশার কথা তুলে ধরে শোভারানী দেববর্মা জানান, বয়সের ভারে কাজ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তবুও জীবিকার তাগিদে প্রতিদিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তিনি রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত বৃদ্ধভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানান। বৃদ্ধার কথায়, সরকারি বৃদ্ধভাতার সুবিধা পেলে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয়দের একাংশও অসহায় এই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য দ্রুত সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ জুন: যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ শান্তিরবাজার মুকুট অডিটোরিয়ামে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহ: সাজ্জাদ পি, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য এবং ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত এবং বিএসি”র চেয়ারম্যান অশোক মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য নিতিশ দেবনাথ, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক তরুণকান্তি সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশিস ভৌমিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা সাহিত্য সম্রাটের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

অতিথিগণ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী, সাহিত্য ও স্বদেশ প্রেমের নানা দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সৃষ্টির উপর এক চিত্র প্রদর্শনী ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক জেলাভিত্তিক প্রবন্ধ রচনার আয়োজন করে সেরা ১০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে আজ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারাপার্সন স্বপ্না বৈদ্য।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৬ জুন: আজ বিশ্রামগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। চারাগাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী তুলে ধরেন এবং আগামী দিনে যাতে ছাত্র-ছাত্রী ও যুবসম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতাদর্শ, সাহিত্য ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুস্থ সংস্কৃতির অনুসারি হয় এবং প্রকৃত মানব সম্পদে পরিণত হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এছাড়া অনুষ্ঠানে ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সীমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা মহম্মদ সেলিম, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিপ্লব চক্রবর্তী, বিশ্রামগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চিরকুমার দেববর্মা সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ প্রমুখ।

বন্ধের দিনেও বিলোনিয়ায় প্রশাসনের অভিযান, উদ্ধার মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী ও নিষিদ্ধ পলিব্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ জুন: বন্ধের দিনেও অভিযান চালিয়ে বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন বাজারে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী, নিষিদ্ধ পলিব্যাগ এবং অবৈধভাবে মজুত রাখা জ্বালানি উদ্ধার করল মহকুমা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিলোনিয়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করেন ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসিএম) সঞ্জয় শীল।

অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন দোকান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতেই ওই খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করে ফেলা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোট ৫,২০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

এছাড়া অভিযান চলাকালীন ৩৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিব্যাগ জব্দ করা হয়। পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিকল্প হিসেবে পচনশীল ক্যারিব্যাগ সরবরাহ করা হয়। প্রশাসনের অভিযানে আরও উদ্ধার হয় ৩০ লিটার অবৈধভাবে মজুত রাখা পেট্রোল এবং ২৫ লিটার ডিজেল। এসব জ্বালানি কী উদ্দেশ্যে মজুত রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ডিসিএম সঞ্জয় শীল জানান, জনস্বার্থে এবং বাজারে অনিয়ম রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সচেতন নাগরিকদের একাংশ।

দেও নদীতে নিখোঁজ অমরজিৎ পালের সন্ধানে দ্বিতীয় দিনের তল্লাশি, এনডিআরএফ নেমেও মেলেনি হদিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ জুন: উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা পালপাড়া সংলগ্ন দেও নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া ৪২ বছর বয়সী অমরজিৎ পালের খোঁজে দ্বিতীয় দিনের তল্লাশি অভিযানেও সাফল্য মেলেনি। শুক্রবার মহকুমা প্রশাসনের উদ্ধারকারী দল এবং পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) দিনভর তল্লাশি চালালেও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার অমরজিৎ পাল আরও তিনজনের সঙ্গে দেও নদীতে মাছ ধরতে যান। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তাঁদের মধ্যে দু”জন ঝুলন্ত সেতু দিয়ে নদী পার হয়ে বাড়ি ফিরে যান। তবে অমরজিৎ পাল এবং তাঁর এক সঙ্গী সাঁতরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন।

অভিযোগ, নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে অমরজিৎ পালের সঙ্গে থাকা ব্যক্তি কোনোমতে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও অমরজিৎ নদীর জলে তলিয়ে যান। পরে তিনি চিৎকার করে স্থানীয়দের খবর দিলে এলাকাবাসী উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন।

খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা দল, টিএসআর এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরা বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালালেও কোনো সাফল্য মেলেনি। শুক্রবার সকাল থেকে ফের অভিযান শুরু হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এনডিআরএফ-এর একটি বিশেষ দলকে উদ্ধার অভিযানে নামানো হয়।

মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে, এনডিআরএফ জওয়ানরা দেও নদীর বিভিন্ন অংশে দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালালেও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অমরজিৎ পালের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ঘটনায় অমরজিৎ পালের পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা দ্রুত নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়ার আশায় প্রহর গুনছেন।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবি

● আটের পাতার পর

অংশ হিসেবে ত্রিপুরাতেও দেড় মাসব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলা, ব্লক ও মণ্ডল স্তরে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান-বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত ৩৬৯টি মণ্ডলে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দলীয় সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 27-06-2026, 01:07

খেলাধুলা

আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত, ইনডোর গেমস শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন: সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ক্রীড়া চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আগরতলা প্রেস ক্লাবের এবারকার স্পোর্টস ফেস্টের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে উমাকান্ত স্টেডিয়ামে এই আকর্ষণীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। গত বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবছরও প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত দুটি দল 'আগরতলা প্রেস ক্লাব টিম-এ' এবং 'আগরতলা প্রেস ক্লাব টিম-বি' এই খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত এই ম্যাচটিকে ঘিরে সকাল থেকেই সংবাদমাধ্যমের কর্মী ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।নির্ধারিত সময়ে দু'দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটির ফয়সালা হয় পেনাল্টি শুটআউটে। টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে টাইব্রেকারে 'টিম-বি' ৪-২ গোলের ব্যবধানে 'টিম-এ'-কে পরাজিত করে জয়ের শিরোপা ছিনিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের অধিনায়ক অভিষেক দেববর্মা এবং বিজিত দলের অধিনায়ক সন্তোষ গোপের নেতৃত্বে মাঠের লড়াই যেমন জমে উঠেছিল, তেমনই দু দলের খেলোয়াড়দের রণকৌশল ম্যাচটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

এদিনের এই জমজমাট ক্রীড়া অনুষ্ঠানে মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায় এবং সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক তপন সাহা ও কৃষ্ণপদ সরকার সহ প্রেস ক্লাব ও টিএফএ-র অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। আগামীকাল বিকেল তিনটায় লুডু প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হবে ইনডোর গেমসের আসর। অংশগ্রহণকারী সকল সাংবাদিক খেলোয়াড়দের বেলা আড়াইটার মধ্যে প্রেসক্লাবের রিপোর্ট করতে স্পোর্টস কমিটির কনভেনার তথা সহ-সম্পাদক অভিষেক দে আহ্বান জানিয়েছেন।

AFFIDAVIT

I, **Ajad Miah** S/o Late Farid Miah of Vill. Adampur, Uttar Kalamchowra, PO. Kalamchowra, PS. Kalamchowra, Dist. Sepahijala Tripura, PIN 799102, aged about 49yrs., by Religion-Muslim, by profession-Cultivator, citizen of India, do hereby solemnly affirm as follows:-
That my wife's name is Kulchumer Nechha which is recorded in some papers. This is true to my knowledge
That my wife's name also recorded as Kulsumer Necha in my Passport vide No. S9119642
This is true to my knowledge
That I am swearing this affidavit to prove that Kulchumer Nechha, Kulsumer Necha are the same person who is my wife.
This is true to my knowledge
In acknowledgement whereof I put my signature on this 24th day of June, 2026 A/D at Sonamura Court premises.
Deponent is identified by me.

Sd/-
Ajad Miah

বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের পুরষ্কার বিতরণী টিএসজেসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের বিচারে বর্ষ সেরা খেলোয়াড়দের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। রাজধানীর অভিষেক রেস্তোরাঁয় হয় এই বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এবছর লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড দেয়া হয় প্রাক্তন প্রবীণ বডি বিল্ডিং খেলোয়াড় তথা ভারোত্তোলন ও জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার দীর্ঘ দিনের সম্পাদক ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ ভট্টাচার্যকে। এছাড়া ছয়টি ইভেন্টে বর্ষ সেরা খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিতরা হলো - জিমন্যাস্টিক্স-এ শ্রেয়াংশী রায়, ফুটবলে পারভেজ ভুঁইয়া, ক্রিকেটে ঋজু সাহা, জুডোতে রিকসন দেববর্মা, দাবায় শাক্য সিংহ মোদক ও বডি বিল্ডিং-এ ডা. বিশাল সিনহা। এর মধ্যে শ্রেয়াংশী ও ঋজু রাজ্যের বাইরে থাকায় দুজকেই পরে সম্মান তুলে দেয়া হবে। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অজুর্ন সম্মানে ভূষিত জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ ও দ্রোণাচার্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী। দুজনেই টিএসজেসি-র কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী এন্টারপ্রেনার তথা টিএসজেসি-র পৃষ্ঠপোষক রূপম রায় সহ রাজ্যের ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট জনেরা। পৌরহিত্য করেন টিএসজেসি-র সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়কে টিএসজেসি-র পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর সাথে দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডার্লংকেও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট : জয় দিয়ে শুরু খোয়াই, কমলপুর, উদয়পুর, সদর এ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। অনূর্ধ-১৫ রাজ্য স্তরের ক্রিকেট, লিগ ম্যাচে আজ সোনামুড়াকে ৪ উইকেটে পরাজিত করেছে সদর-এ দল। আমতলী স্কুল মাঠে সকাল সাড়ে আটটা থেকে শুরু হওয়া ৫০ ওভারের এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া দল ২৮.৩ ওভারে মাত্র ৯৩ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে মিনহাজ আহমেদ ৮২টি বল খেলে সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন। সদর-এ দলের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে সোনামুড়ার আর কোনো ব্যাটসম্যান বড় রান পাননি। সদর-এ দলের পক্ষে আবির ভট্টাচার্য ৪.৩ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ৪টি এবং ঋতমান দাস ৭ ওভারে ৩০ রান খরচ করে ৪টি উইকেট দখল করে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনে ধস নামান। এছাড়া শুভ্রজিৎ সাহা পান ১টি উইকেট।পরবর্তীতে বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার কমিয়ে ৪৭ ওভার করা হয় এবং ভিজেডি নিয়মে সদর-এ দলের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ৮৯ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর-এ দল ১৯.২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান তুলে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ সাহা ৩০ বলে ৩৮ রানের একটি কার্যকরী ইনিংস খেলেন। সোনামুড়ার বোলাররা ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও লক্ষ্য ছোট থাকায় সদর-এ দলের জয় আটকানো সম্ভব হয়নি। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য সদর-এ দলের ঋতমান দাসকে ম্যাচ সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়। দিনের অপার খেলায় খোয়াই ১৮ রানের ব্যবধানে সদর বি কে, কমলপুর চার উইকেটের ব্যবধানে ধর্মনগর কে এবং উদয়পুর ১৪১ রানের ব্যবধানে শান্তিরবাজার মহকুমা দলকে পরাজিত করেছে।

ম্যাচের শেষ শটে যুক্তরাষ্ট্রকে হারাল তুরস্ক

ম্যাচ থেকে খুব বেশি চাওয়া-পাওয়ার ছিল না যুক্তরাষ্ট্রের। প্রথম দুই ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে আগেই ছিটকে পড়া তুরস্কের চাওয়া ছিল জয় নিয়ে দেশে ফেরা। ম্যাচের শেষ শটে লক্ষ্য পূরণ হলো তাদের। বারবার দিক পাল্টানো ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিল তারা।লস অ্যাঞ্জেলসে শুক্রবার সকালে 'ডি' গ্রুপের ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতেছে তুরস্ক।নয় পরিবর্তন আনা যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যায় শুরুতেই, ডিফেন্ডার অ্যারন ট্রাস্টির গোলে। একটু পরেই আর্দা গিলেরের গোলে সমতা ফেরায় তুরস্ক। বারিস ইলমাজের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেবাস্টিয়ান বারহাল্টার যুক্তরাষ্ট্রকে সমতায় ফেরান। ম্যাচের অন্তিম সময়ে তুরস্ককে তিন পয়েন্ট এনে দেন কান আইহান।প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই গ্রুপ শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করে যুক্তরাষ্ট্র। হলুদ কার্ড পাওয়া খেলোয়াড়দের এই ম্যাচে খেলাবেন না আগেই জানিয়েছিলেন কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনো। সঙ্গে আরও অনেকগুলো পরিবর্তন আনেন তিনি।চোট কাটিয়ে এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরলেন যুক্তরাষ্ট্রের বড় তারকা ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক। এদিন তেমন কিছু করতে পারেননি তিনি।আগামী বুধবার শেষ বত্রিশের ম্যাচে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্র। অন্তত শেষটা ভালো করার স্মৃতি নিয়ে দেশে ফিরে যাবে তুরস্ক। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা আসর শেষ করেছে সবার নিচে থেকে।

৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ বত্রিশে খেলা নিষিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের সঙ্গে গোল শূন্য ড্রয়ের পর ৪ পয়েন্ট নিয়ে সেরা আট তৃতীয় দলের একটি হওয়ার অপেক্ষায় প্যারাগুয়ে।

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যে আজ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশিকায় রাজ্যব্যাপী শুরু হতে চলেছে এক বিশাল পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। আগামীকাল, শনিবার সকাল ১০ টায় আগরতলা লোক ভবন প্রাঙ্গণের সম্মুখ থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এই বিশেষ অভিযানের অধীনে সমগ্র রাজ্য জুড়ে মোট ২০৩৬টি বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রীড়া মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরিবেশ চেতনার প্রসার ঘটানো।আজকের এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রারম্ভিক বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল। এছাড়াও উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব পি.কে চক্রবর্তী, রাজ্যপালের সচিব উত্তম চাকমা এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সম্মানিত কার্যকর্তাগণ। ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এই মহৎ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সবুজায়ন অভিযান রাজ্যে এক নতুন নজির সৃষ্টি করবে।

কুরাসাওকে হারিয়ে প্রথমবার নকআউট পর্বে আইভরি কোস্ট

আইভরি কোস্টকে চমকে দিতে চেয়েছিল কুরাসাও, কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো কিছুই করতে পারল না তারা। একুয়েডর ম্যাচে ১৫টি সেভ করা ইলয় রুমও পারলেন না পোস্ট আগলে রাখতে। আহামরি খেলল না আইভরি কোস্টও। তবে, দুটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে, ইতিহাস গড়ে তারা উঠে গেল উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে। পথচলা থামল বিশ্বকাপের নবাগত কুরাসাওয়ের।ফিলাডেলফিয়ায় বৃহস্পতিবার গ্রুপ পর্বে নিজেদের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে কুরাসওকে ২-০ গোলে হারায় আইভরি কোস্ট। জোড়া গোলে দলের জয়ের নায়কে নিকোলাস পেপে।

তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'ই' গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে পরের ধাপে গেল আইভরি কোস্ট। নিজেদের ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্বকাপে নকআউট পর্বে উঠল তারা। এর আগে ২০০৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিন আসরে খেলে, তিনবারই ছিটকে গিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে।গ্রুপে অন্য ম্যাচে একুয়েডরের কাছে ২-১ গোলে হেরে যাওয়া জার্মানিরও পয়েন্ট ৬। তবে মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আগেই শেষ বত্রিশে জায়গা করে নেওয়া ইউলিয়ান নাগেলসমানের দল। সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের একটি হিসেবে পরের ধাপে গেছে ৪ পয়েন্ট পাওয়া একুয়েডরও।একটি ড্রয়ের তৃপ্তি নিয়ে কুরাসাওয়ের রূপকথা থামল। জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর, একুয়েডরকে গোলশূন্য ড্রয়ে রুখে দিয়েছিল তারা।দুই দলের প্রথমার্ধের খেলা ছিল নিষ্প্রাণ। বলের নিয়ন্ত্রণে আধিপত্য করলেও আক্রমণে ধার ছিল না আইভরি কোস্টের। কুরাসাও পারেনি উল্লেখ করার মতো আক্রমণ শাণাতে।বিরতির আগে দুই দল পোস্টে একটি করে শট রাখতে সক্ষম হয়। সপ্তম মিনিটে প্রতিপক্ষের রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওই এক শটই কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় আইভরি কোস্ট।বাম দিকের বক্সের বাইরে কুরাসাওয়ের এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে বল চলে যায় ইয়ান ডায়মন্ডের কাছে। কিছুটা এগিয়ে বাইলাইনের একটু ওপর থেকে তিনি কাটব্যাক করেন বক্সে। নিখুঁত ট্যাপে লক্ষ্যভেদ করেন পেপে।৩৯তম মিনিটে কুরাসাওয়ের তাহিথ চংয়ের বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শট যায় বাইরে।দ্বিতীয়ার্ধেও দুই দল শুরু টিমেতালে। তবে, সময় গড়ানোর সাথে সাথে ব্যবধান দ্বিগুণের চেষ্টা বাড়াতে থাকে আইভরি কোস্ট।

বিশ্বকাপে বড় অঘটন! ইকুয়েডরের কাছে হার জার্মানির, নকআউটে দুই দেশই

জার্মানি ১ (সানে)
ইকুয়েডর ২ (আঙ্গুলো, প্লাতা)

এ বারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন দেখা গেল বৃহস্পতিবার রাতে।এগিয়ে গিয়েও ইকুয়েডরের কাছে হেরে গেল জার্মানি। প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতে আগেই নকআউট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল জার্মানির। তাই এ যাত্রায় রক্ষা পেল তারা। নিউ জার্সির আকাশে শোনা গেল ইকুয়েডরের উল্লাস। তারাও উঠে গেল নকআউটে। ১-২ গোলে হারল জার্মানিকে। লেরয় সানে এগিয়ে দিয়েছিলেন জার্মানি। ইকুয়েডরের হয়ে গোল নিলসন আঙ্গুলো এবং গনজালো প্লাতার। অন্য ম্যাচে, কুরাসাওকে ২-০ হারিয়ে নকআউট নিশ্চিত করল আইভরি কোস্টও।

১২ বছর পর বিশ্বকাপের নকআউটে উঠেছে জার্মানি। কিন্তু ছোট দলের কাছে হারের অভ্যাস এ বারও বজায় থাকল তাদের। ২০১৮-য় দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল জার্মানরা। ২০২২-এ হেরেছিল জাপানের কাছে। এ বার এশিয়া নয়, জার্মানদের হারতে হল লাতিন আমেরিকার একটি দেশের কাছে, যারা ফুটবলবিশ্বের খুব একটা বড় নাম নয়।

নিউ ইয়র্কের পাশাপাশি ইকুয়েডরের বহু মানুষ থাকেন নিউ জার্সিতে। ফলে বৃহস্পতিবার রাতে মেটলাইফ স্টেডিয়াম কার্যত সর্ষের খেত হয়ে উঠেছিল। দিকে দিকে হলুদ জার্সির ছড়াছড়ি। স্টেডিয়াম দখলের লড়াইয়ে আগেই পিছিয়ে পড়েছিলেন জার্মানরা। দিনের শেষে মাঠের লড়াইয়েও তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। রেফারি টোরি পেন্সো শেষ বাঁশি বাজাতেই মেটলাইফ স্টেডিয়ামে দু'রকম দৃশ্য দেখা গেল। কেউ কেউ সঙ্গী সঙ্গীনীর কাঁধে মাথা দিয়ে বা গায়ে পতাকা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। আর এক দল সোল্লাসে নাচতে শুরু করে দিলেন। আশেপাশে কে আছে, কী হচ্ছে, সে সবের পরোয়াই করলেন না তাঁরা।

ইকুয়েডরের কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাসিসি প্রথমে আনন্দে লাফাতে লাফাতে মাঠের ভেতরে ঢুকে খেলোয়াড়দের জড়িয়ে ধরতে থাকলেন। তার পরেই এক লাফে গ্যালারিতে উঠে জড়িয়ে ধরলেন পরিবারের সদস্যদের। এ দিনের জয়ে বড় অবদান তো তাঁরও। গোটা ম্যাচে সাইডলাইনের ধারে চেঁচিয়ে, হাততালি দিয়ে, দৌড়োদৌড়ি করে গোটা দলকে উদ্বুদ্ধ করে গেলেন। রেফারির সিদ্ধান্ত দলের বিরুদ্ধে যাওয়ায় কার্ডের পরোয়া না করে তর্ক করলেন। দিনের শেষে তাঁর মস্তিষ্কই জয় এনে দিল ইকুয়েডরকে। জার্মানির মতো বড় দলের সামনে গুটিয়ে থাকা নয়, বরং গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জিতল ইকুয়েডর।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় জার্মানি। তবে যে ভাবে গোলটি হল তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতেই পারে। ডেভিড রাউমের থ্রো থেকে বল পেয়েছিলেন আলেকসান্ডার পাভলোভিচ। তিনি পা অনেকটাই উঠিয়ে বলটি রিসিভ করেন। হেড করতে গিয়ে ইকুয়েডরের এক ফুটবলারের মাথায় লাগে পাভলোভিচের পা। এর পর পাভলোভিচের পাস থেকে চলতি বলে শট নিয়ে গোল করেন লেরয় সানে।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে রেফারি এবং ভার-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে। বুধবার রাতে সামান্য ফাউল করার জন্য বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল ভিনিসিয়াসের গোল। তা হলে সানের গোল দেওয়া হল কোন যুক্তিতে? পা উপরে তুলে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার ক্ষেত্রে হলুদ তো বটেই, লাল কার্ডও দেওয়া হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনওটিই হল না। রেফারি যুক্তি দিলেন, যে হেতু বলটি আগে পাভলোভিচের পায়ে লেগেছে তাই সেটি ফাউল নয়।

ও ভাবে গোল হজমই হয়তো ইকুয়েডরের জেদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর পর কয়েক মিনিট তারা আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় জার্মানির বক্সে। এবং ন্যায্য ভাবেই গোলও শোধ করে দেয়। দূরপাল্লার শটে গোল করেন আঙ্গুলো। কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে দাপটে খেলেও তারা গোল করতে পারেনি বিপক্ষ গোলকিপার এলয় রুমের জন্য। কিন্তু মানুয়েল নুয়েরকে পরাস্ত করতে অসুবিধা হয়নি।

এর পর বাকি ম্যাচে যা হল, তা জার্মানির বড় ভক্তেরাও হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না। গোল করে ইকুয়েডরের আত্মবিশ্বাস এক লাফে বেড়ে তিন গুণ হয়ে গিয়েছিল। জার্মানির ততটাই কমে গিয়েছিল। গোটা মাঠে তখন ইকুয়েডরের দাপট। বল ঘোরাফেরা করছিল তাদেরই পায়ে। চাপের মুখে জার্মানির গোটা দলই কার্যত নীচে নেমে এসেছিল। সাত-আট জন মিলে রক্ষণ করছিলেন। আক্রমণে উঠেও সুবিধা করতে পারছিল না জার্মানি। কিছু ক্ষণ পরেই ইকুয়েডরের কোনও না কোনও ফুটবলার এসে বল কেড়ে নিচ্ছিলেন। পাশাপাশি, সানে, উইর্ৎজ, কাই হাভার্ৎজের জন্য ছিল জোনাল মার্কিং। অর্থাৎ বল পেলেই ঘেরাও হয়ে যাচ্ছিলেন ইকুয়েডরের কাছে।

জার্মানি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়ে ম্যাচটি বার করার। কিন্তু সফল হয়নি তারা। গোল করার জন্য এতটুকু ফাঁক দিচ্ছিল না ইকুয়েডরের রক্ষণ। জার্মানি দূরপাল্লার শট নেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। কোনও বলই লক্ষ্যে থাকেনি। উল্টো দিকে, ইকুয়েডরের অস্ত্র ছিল গতি। বল পেলে যে ভাবে তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি জার্মানি। শেষ গোলটিও আসে বুদ্ধি করে। কর্নার থেকে হেড ভেসে আসছিল নুয়েরের দিকে। জার্মান গোলকিপার বল ধরার আগেই পায়ের টোকায় জালে জড়িয়ে দেন গনজালো প্লাতা।

এর মাঝেই পেনাল্টি দেওয়া হয়েছিল ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে। সেটিও ছোট ভুলের কারণে। বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল হাভার্ৎজকে। যদিও রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি পেন্সো। ওই ফাউলের আগে ইকুয়েডরের পেদ্রো ভিতেকে ফাউল করেছিলেন সানে। সে কারণে ফ্রিকিক পায় ইকুয়েডর।

আইভরি কোস্টের ইতিহাস

আইভরি কোস্ট ২ (পেপে ২)

কুরাসাও ০দুই অর্ধে গোল করে আইভরি কোস্টকে প্রথম বার বিশ্বকাপের নকআউটে তুলে দিলেন নিকোলাস পেপে। গ্রুপে জার্মানির সঙ্গে সমান, ৬ পয়েন্ট হল আইভরি কোস্টের। তারা দ্বিতীয় স্থানে থেকে নকআউটে গেল। কুরাসাও অষ্টম দেশ হিসাবে ছিটকে গেল বিশ্বকাপ থেকে।

প্যারাগুয়ের সঙ্গে ড্র করে নকআউটে অস্ট্রেলিয়া

সতর্ক ও সাবধানী ফুটবল উপহার দিল দুই দলই। তাতে গোল হলো না একটিও। লাভ হলো অস্ট্রেলিয়ার। টানা দ্বিতীয়বার নকআউট পর্ব নিশ্চিত করল তারা। প্যারাগুয়ের সম্ভাবা শেষ হয়ে যায়নি। এখন তারা উদ্বেগজনক অপেক্ষায়, তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা দলগুলির একটি হয়ে পরের ধাপে যেতে পারে কি না।সময় শুক্রবার সকালে বিশ্বকাপের 'ডি' গ্রুপের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়।সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি শারীরিক ও অগোছালো ম্যাচে, শুরুতে আধিপত্য হারানোর পর প্যারাগুয়ে শেষদিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু গোলের দো মেলেনি। সকারুসরা তৃতীয়বারের মতো টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে জায়গা করে নেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে থেকে গ্রুপ ডি-তে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করল টনি পোপোভিচের দল সহ-আয়োজক। পরের ধাপে তারা 'জি' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের মুখোমুখি হবে। মিশর বনাম ইরান এবং বেলজিয়াম বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের আগে 'জি' গ্রুপের অবস্থান এখনও উন্মুক্ত।

আগের ম্যাচে তুরস্ককে হারানো প্যারাগুয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে চার পয়েন্ট নিয়ে। সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের একটি হিসেবে পরবর্তী পর্বে যাওয়ার জন্য সম্ভাবনা তাদের প্রবল। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখন অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে ২০১০ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার-ফাইনালে দলটিকে।সাহসী রদবদলে শুরুর একাদশে ছয়টি পরিবর্তন আনেন অস্ট্রেলিয়া কোচ। প্রাণবন্ত নেস্তোরি ইরানকুন্দাকে ফিরিয়ে আনেন তিনি এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়ে তার ফরোয়ার্ড লাইনে ক্রিস্টিয়ান ভোলপাতোকে যুক্ত করেন।

আহত জ্যাকব ইতালিয়ানোর পরিবর্তে জর্ডান বস লেফট ব্যাক থেকে রাইট ব্যাকে চলে আসায়, অস্ট্রেলিয়া ডান দিক দিয়ে আশাব্যঞ্জক কিছু আক্রমণ চালালেও ফিনিশিংটা অধরাই থেকে যায়।

কিক-অফের কয়েক মিনিট পর, ভোলপাতো পেনাল্টি এলাকার ডানদিকে জ্যাকসন আরভিনকে বল বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তিনি কোণাকোণি শটে সরাসরি প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরল্যান্ডো গিলের দিকে বল মারেন।অর্ধের শেষদিকে বস এবং ভোলপাতো গোলরক্ষককে সেভ করতে বাধ্য করলেও গোলরক্ষককে তেমন কোনো পরীক্ষায় ফেলতে পারেননি।প্রথমার্ধে প্যারাগুয়ে মাত্র একটি শট নিতে পারায় কোচ গুস্তাভো আলফারো বিরতিতে মাউরিসিওকে মাঠে নামান এবং বিরতির পাঁচ মিনিট পর ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত এই স্ট্রাইকার দূর থেকে একটি নিষ্ফল শট নেন।ছলিও এনসিসোর সহায়তায় প্যারাগুয়ের খেলোয়াড়রা ম্যাচে ফিরে আসে। বারবার অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণভাগ ভেদ করে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে আসল কাজটি করতে পারেননি।খেলা শেষ হওয়ার আট মিনিট আগে তার নিচু শটটি বাম পোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে চলে গেলে তিনি প্যারাগুয়ের দারুণ একটি সুযোগ নষ্ট করে।গোলশূণ্য ড্র হলেও ম্যাচ ছিল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ভরপুর। ৮৯ মিনিটে বস দুজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান দিক থেকে বক্সে ঢুকে পড়েন এবং তার শটটি দূরের পোস্টের পাশ দিয়ে তীব্র গতিতে চলে যায়।খেলার শেষদিকে মাউরিসিও সামান্য জায়গা পেয়ে বিচকে একটি কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেন। কিন্তু তার দুর্বল, নিচু শটটি সহজেই সামাল দেয় প্যারাগুয়ে। শৈলীর চেয়ে সারবত্তার জোরে পরবর্তী রাউন্ডে যায় অস্ট্রেলিয়া।

জাগরণ 27 June, 2026, Saturday আগরতলা ২৭ জুন, ২০২৬ ইং, ■ ১১ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগেই বিদ্রোহী ২০ তৃণমূল সাংসদের ভাগ্য নির্ধারণ, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : লোকসভার আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগেই বিদ্রোহী ২০ জন তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) লোকসভা সাংসদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে পারে। দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতায় তাঁদের অবস্থান নিয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

সূত্রের খবর, লোকসভা সচিবালয় বর্তমানে ব্যাপক আইনি পরামর্শ গ্রহণ করছে। সংবিধানের দশম তফসিল (টেন্থ শিডিউল) এবং এ-সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় খতিয়ে দেখে বিদ্রোহী সাংসদদের আবেদনের বিষয়ে সুপারিশ চূড়ান্ত করা হচ্ছে। বিদ্রোহী সাংসদরা সদ্য গঠিত, কিন্তু এখনও অস্বীকৃত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে একীভূত হওয়ার পর লোকসভায় স্বীকৃতি চেয়েছেন। তবে এ বিষয়ে সরকারি মহল এখনও মুখে কুলুপ এঁটেছে।

সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের বক্তব্য, দলত্যাগ-বিরোধী আইনের অধীনে দায়ের হওয়া আবেদনের নিষ্পত্তি এবং সংশ্লিষ্ট সাংসদরা লোকসভায় স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা স্পিকারেরই রয়েছে। এই মামলাটি লোকসভা সচিবালয়ের সামনে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কারণ, এর আগে কখনও কোনও অস্বীকৃত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংসদীয় গোষ্ঠীকে লোকসভায় স্বীকৃতি দেওয়া বা তাদের জন্য পৃথক আসন বরাদ্দ করার ঘটনা ঘটেনি। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিষয়টির আইনি ও সংসদীয় প্রক্রিয়াগত দিকগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, বিদ্রোহী টিএমসি সাংসদদের সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিস্তারিত জানতে লোকসভা সচিবালয়ে একাধিক তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগে রাজনৈতিক ও সংসদীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যুকে ঘিরে জনসাধারণের আগ্রহও ক্রমশ বাড়ছে।

জুম ক্ষেতে বজ্রপাতে আহত ৯ জুমিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ জুন: খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার উত্তর মহারানীপুর এলাকায় জুম চাষের কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে আহত হলেন ৯ জন জুমিয়া কৃষক। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার উত্তর মহারানীপুর এলাকার একটি জুম ক্ষেতে কয়েকজন জুমিয়া কৃষক চাষের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এসময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। আচমকাই একটি বজ্রপাত জুম ক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের ওপর আঘাত হানে। এতে ঘটনাস্থলেই ৯ জন কৃষক আহত হন।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে মুঙ্গিয়াকামি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর চারজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন।

গুরুতর আহতরা হলেন জিতেন দেববর্মা, বীনা রানী দেববর্মা, সুশীল দেববর্মা এবং অজয় দেববর্মা। বর্তমানে তাঁরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত অপর পাঁচজনেরও চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তর মহারানীপুরসহ গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একইসঙ্গে খোলা মাঠ, পাহাড়ি এলাকা ও জুম ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকলে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সচেতন মহল।

পবিত্র মহরম উপলক্ষে আগরতলায় শোকযাত্রা

আগরতলা, ২৬ জুন: আজ পবিত্র মহরম। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই দিনটি শোক, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের প্রতীক। বিশ্বজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে পবিত্র মহরম।

এই উপলক্ষে রাজধানী আগরতলাতেও বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শহরের বর্ডার গোলচক্কর এলাকা থেকে একটি শোকযাত্রা (জুলুস) বের হয়। জুলুসে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশ নেন। শোকযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে।

মহরম উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, মহরম ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ইসলামের ক্যালেন্ডার অনুসারে, এটি বছরের প্রথম মাস। বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা নবি মহম্মদের নাতি এবং হযরত আলীর পুত্র ইমাম হোসেনের শাহাদাতে শোক প্রকাশ করেন এই দিন। এই মহরম উপলক্ষে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের তরফে আজ বর্ডার গোলচক্কর এলাকা থেকে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে।

লেখাপড়া করে সমাজ তথা দেশের জন্য ব্রতী হতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাঁর লেখনীর মাধ্যমে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান রেখে গেছেন: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন: সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবসময়ই বিশ্বাস করতেন লেখাপড়া শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের জন্যই নয়, জ্ঞানার্জন একজন মানুষকে দায়িত্বশীল করে এবং সমাজে ইতিবাচক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। লেখাপড়া করে সমাজ তথা দেশের জন্য ব্রতী হতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান রেখে গেছেন। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন।

তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী পড়ে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং দেশ সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইংরেজ শাসনে তাঁর লেখনী কিভাবে জাতীয়তাবোধের আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল তা আজ ইতিহাস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বন্দে মাতরম স্বাধীনতা আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। বন্দে মাতরম সেই সময় গোটাদেশকে এক সূত্রে বেঁধেদিয়েছিল। স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী সাহিত্য সম্রাটের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী সারা রাজ্যেই পালিত হচ্ছে। রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বন্দে মাতরম আজ থেকে এত বছর আগে লেখা হলেও এর প্রাসঙ্গিকতা এখনো একই রয়েগেছে। বন্দে মাতরম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক এবং এই একটি শব্দ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহামন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনা রাণী সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়স্তরে প্রথম হয়েছে গান্ধীগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সৌরভী দাস, দ্বিতীয় হয়েছে পিএমশ্রী কামিনীকুমার সিং স্মৃতি বিদ্যালয়ের গীতাঞ্জলী শর্মা এবং তৃতীয় হয়েছে ডিসি পাড়া হেমন্ত স্মৃতি বিদ্যালয়ের অঙ্কিতা দাস। কলেজস্তরে প্রথম হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের শিল্পা দত্ত, দ্বিতীয় হয়েছে সরকারি ডিগ্রি কলেজ ধর্মনগরের বিপ্লব দাস এবং তৃতীয় হয়েছে রামঠাকুর কলেজের মুজিবর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে প্রথম হয়েছে এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৌরজ্যোতি রায়, দ্বিতীয় হয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদিতি রাণী দাস এবং তৃতীয় হয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়েরই গৌতম দাস। অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

বেহাল দশায় সাব্রুমের মাধবনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি

সাব্রুম, ২৬ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার পোয়াংবাড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত মাধবনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বেহাল পরিকাঠামো ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টি কার্যত অবহেলার শিকার হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর না থাকায় বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত চলছে। অভিযোগ, একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষেই গরু ও ছাগল বেঁধে রাখছেন। এর ফলে শ্রেণিকক্ষ নোংরা হয়ে পড়ছে এবং শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের শৌচাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দীর্ঘদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে সেগুলি কার্যত ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, সীমানাপ্রাচীরের অভাবেই বহিরাগতরা বিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে নোংরা করছেন। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও নিরাপত্তার অভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না বলেও তিনি জানান।

সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে বর্ষাকালে। সামান্য বৃষ্টি হলেই শ্রেণিকক্ষের ভেতরে পানি ঢুকে পড়ে, ফলে পাঠদান ব্যাহত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। বিদ্যালয়ের পানীয় জলের ট্যাঙ্কও দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করায় তা নোংরা ও স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, ওই ট্যাঙ্কের জলই ছাত্রছাত্রীদের পান করতে হচ্ছে এবং মিড-ডে মিলের রান্নার কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া প্রধান শিক্ষকের কক্ষের দরজাও ভাঙা অবস্থায় রয়েছে, যা বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে।

একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন বেহাল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ অব্যাহত থাকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। তাঁদের দাবি, ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে শিক্ষা দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বিদ্যালয়টির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

কৃষির উন্নয়ন ছাড়া রাজ্য বা দেশের উন্নয়ন কোন ভাবেই সম্ভব নয়: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন: গ্রামীণ এলাকার অগ্রগতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া রাজ্য বা দেশের উন্নয়ন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। আজ মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত বেড়িমুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলে ক্ষেত বাঁচাও অভিযান এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষের উপর একদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতে দেশ আজ কৃষি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মোট শ্রম শক্তির ৬০ শতাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন কল্পনাও করা যায় না। তিনি বলেন, উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়ণিক সারের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ক্রমেই সমস্যার সৃষ্টি করছে। এর ফলে মাটির উর্বরতা কমে আসছে এবং ফসলের উৎপাদনেও এর প্রভাব পড়ছে। বেশি পরিমাণে সার ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ জলও দূষিত হয়ে পড়ছে। পরিবেশের ভারসাম্যের উপরও এর প্রভাব পড়ছে। এসব দিক দিয়ে চিন্তা করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ক্ষেত বাঁচাও অভিযান ১ জুন থেকে সমগ্র দেশে শুরু হয়েছে এবং তা চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। এই কর্মসূচির অন্যতম শ্লোগান হচ্ছে ”মাটি বাঁচান, কৃষি বাঁচান এবং কৃষক বাঁচান”। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাসায়ণিক সারের কম ব্যবহার করে প্রাকৃতিকভাবে কৃষি কাজ করা। এতে করে জমির উর্বরতা বজায় থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, সয়েল কার্ড, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ইত্যাদি সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচির মাধ্যমেও এই প্রকল্পগুলির সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পগুলি নিয়ে যত বেশি জনসচেতনতা তৈরী করা হবে তত বেশি কৃষকরা উপকৃত হবেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তা পূরণ করার লক্ষ্যে এই সমস্ত প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি কাজের মাধ্যমে কৃষকরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আশা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার কৃষি ক্ষেত্রের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাজ্যে এখন ব্যাপক পরিমাণে ফুলের চাষও হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা সঞ্জীব দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিধায়ক নয়ন সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, আইসিএআর”র আইএমসি সদস্য প্রদীপ বরণ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সয়েল হেলথ কার্ড, বিভিন্ন ফলের চারা এবং কৃষি যন্ত্রপাতি বেনিফিসিয়ারিদের হাতে তুলে দেন।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে আগরতলা পুর নিগমের বড়সড় অভিযান, ভাঙা হল অবৈধ দোকানপাট

আগরতলা, ২৬ জুন: শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ফের বড়সড় অভিযানে নামল আগরতলা পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স। বৃহস্পতিবার লেক চৌমুহনী বাজার থেকে শুরু করে ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী, কামান চৌমুহনী, পোস্ট অফিস চৌমুহনী এবং শকুন্তলা রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, একাধিকবার অভিযান চালিয়ে ফুটপাত দখলমুক্ত করার পরও কিছু ব্যবসায়ী পুনরায় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা শুরু করছেন। প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকায় এবার কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অভিযানের সময় রাস্তার দু”পাশে ফুটপাত দখল করে রাখা বিভিন্ন সামগ্রী জব্দ করা হয় এবং অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট ভেঙে ফেলা হয়।

টাস্ক ফোর্সের কর্মকর্তারা জানান, ভবিষ্যতে কেউ যাতে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা না করেন, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

পুর নিগমের দাবি, আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়ন, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং পথচারীদের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করতেই এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ফুটপাত দখলের কারণে পথচারীদের রাস্তায় নেমে চলাচল করতে হয়, যার ফলে প্রায়ই যানজট ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে চিঠি পাঠাল মহিলা কংগ্রেস

আগরতলা, ২৬ জুন: ‘নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩’ দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে এবং মহিলা সংরক্ষণে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সদর জেলা মহিলা কংগ্রেস শুক্রবার পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে স্মারকলিপি-সহ চিঠি প্রেরণ করে।

মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সংবিধানসম্মত নারী সংরক্ষণ কার্যকর করার পাশাপাশি তফসিলি জাতি (এসসি) ও তফসিলি উপজাতি (এসটি) মহিলাদের মতো ওবিসি মহিলাদের জন্যও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই দাবিই প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা লিংকিম হাওকিপ, ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বানি ঘোষ চক্রবর্তী, সদর জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী রূপা রায় দাসসহ সংগঠনের অন্যান্য নেত্রী ও কর্মীরা।

নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, সংসদ ও বিধানসভায় নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে ‘নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩’ অবিলম্বে কার্যকর করা জরুরি। পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে ওবিসি মহিলাদেরও সংরক্ষণের আওতায় আনার দাবি জানান তাঁরা।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে উদয়পুরে বিক্ষোভ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি

উদয়পুর, ২৬ জুন: নিট, ইউজিসি-নেট, বিএসই এবং সিইউইটি-২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং পরীক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনায় ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে শুক্রবার উদয়পুর মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।

আইসা, বিপ্লবী যুব সংস্থা, কিষান মহাসভা এবং সিপিআই(এম-এল)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তারা পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্থ কর্মকার বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লিসহ দেশজুড়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা একাত্মতা প্রকাশ করছেন। তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে বলেন, জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ)-কে বাতিল করে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া শিক্ষা, পরীক্ষা ও নিয়োগ ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধ, শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও তথাকথিত ‘মাফিয়ারাজ’-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বিশালগড়ে বন ও পুলিশ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ‘গাঁজা হটাও, গাছ লাগাও’ সচেতনতামূলক অভিযান

বিশালগড়, ২৬ জুন: পরিবেশ রক্ষা এবং মাদকবিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশালগড় বন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ‘গাঁজা হটাও, গাছ লাগাও’ অভিযান। এদিন বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড থেকে বিশালগড় থানা পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে বন ও পুলিশ বিভাগের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের কর্মী, বিশালগড় বাজারের ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি শেষে বাজার এলাকার ব্যবসায়ী ও পথচারীদের হাতে ফলজ, বনজ ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উপস্থিত আধিকারিকরা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমার পুলিশ আধিকারিক, মহকুমা বন আধিকারিক ঈশান লাল, জেলা বন বিভাগের উর্ধতন আধিকারিকসহ পুলিশ ও বন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা। বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের পাশাপাশি সবুজায়ন বৃদ্ধি করাও সময়ের দাবি। তাই ‘গাঁজা হটাও, গাছ লাগাও’ কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্বও মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশালগড়ের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। তাঁদের মতে, মাদকমুক্ত ও সবুজ বিশালগড় গড়ে তুলতে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও নিয়মিত আয়োজন করা।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের, নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি

আগরতলা, ২৬ জুন: বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলীয় সভাপতি আশীষ কুমার সাহা জানান, ভোটার তালিকা থেকে কোনো যোগ্য ভোটারের নাম যেন যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়া বাদ না যায় এবং খসড়া তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পর্যালোচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়ে পাঠানো হয়। এই দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের মাধ্যমে ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে একটি স্মারকলিপিও পাঠানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আশীষ কুমার সাহা বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে এসআইআর-এর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ৩০ মে থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন। এই প্রক্রিয়ায় ভোটারদের তথ্য যাচাই, স্থানান্তরিত বা মৃত ভোটারদের তালিকা হালনাগাদ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, বিএলওদের প্রস্তুত করা রিপোর্ট নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকের (ইআরও) কাছে পাঠানোর আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে তা পর্যালোচনার সুযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো যোগ্য ভোটারের নাম যেন অন্যায়ভাবে বাদ না পড়ে, সে বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে দল।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আশীষ কুমার সাহা আরও জানান, নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে পড়াশোনার লড়াই, সাহায্যের হাত বাড়াল সমাজ

কাঁঠালিয়া, ২৬ জুন: চরম আর্থিক অনটন, অশান্ত পারিবারিক পরিবেশ এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়েছে কাঠালিয়া ব্লকের উত্তর মহেশপুর গ্রামের ছাত্রী ভাগ্যবতী দেবনাথ। অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাইলেও আর্থিক সংকট বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভাগ্যবতীর বাবা উত্তম দেবনাথের মানসিক অস্থিরতা এবং পরিবারের নিত্যদিনের অশান্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বড় হয়ে উঠছে সে। স্থানীয়দের দাবি, পরিবারের অভাবের পাশাপাশি প্রতিদিনের অশান্ত পরিবেশও তার জীবনে বড় প্রভাব ফেলেছে। তবুও পড়াশোনা ছাড়তে রাজি নয় ভাগ্যবতী।

এই পরিস্থিতিতে মানবিকতার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে এসেছেন এলাকার মানুষ। উত্তর মহেশপুরের উদয় সংঘ ক্লাবের সদস্যরা ভাগ্যবতীর নবম শ্রেণির পাঠ্যবই এবং কিছু আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন।

এছাড়া ২৫ জুন যাত্রাপুর থানার এক প্রবীণ সাব-ইন্সপেক্টর বি. চক্রবর্তী ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে ২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন। ভাগ্যবতী জানিয়েছে, প্রতিদিনের পারিবারিক অশান্তি নিয়ে সে কারও কাছে অভিযোগ করতে চায় না। তার একটাই ইচ্ছা, মানুষের সহযোগিতায় পড়াশোনা চালিয়ে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। প্রয়োজনে দিনে একবেলা খেয়েও সে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।

স্থানীয়দের মতে, ভাগ্যবতীর এই সংগ্রাম সমাজের কাছে এক অনুপ্রেরণা। তাঁরা আশা করছেন, সরকারি ও সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আরও সহায়তা পেলে মেয়েটি তার শিক্ষাজীবন নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 27-06-2026, 01:01